২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের
বার্ষিক
প্রতিবেদন

সোসিও ইকোনমিক ব্যাকিং এসোসিয়েশন (সেবা)

Socio-economic Backing Association (SEBA)

২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন

সংকলন ও সম্পাদনায়
এইচআরডি (প্রকাশনা বিভাগ)
সেবা।

সহযোগিতায়
প্রতিষ্ঠানের সকল বিভাগ।

কম্পোজ, প্রচ্ছদ ও ডিজাইন
কম্পিউটার বিভাগ
সেবা।

প্রতিবেদন সময়কাল
জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৪

প্রকাশকাল
জুলাই, ২০১৪

সার্বিক তত্ত্বাবধানে
মোঃ রিয়াজ আহম্মেদ লিটন
নির্বাহী পরিচালক

সোসিও ইকোনমিক ব্যাকিং এসোসিয়েশন (সেবা)
বিশ্বাস বেতকা, ময়মনসিংহ রোড, টাঙ্গাইল, বাংলাদেশ।
ফোন ঃ ০০৮৮-০৯২১-৫১৬০২, ৬২৯৮৮
ই-মেইল ঃ seba.tangail@yahoo.com
ওয়েবসাইট ঃ www.seba-bd.com

প্রতিবেদনে যা রয়েছে

* সভাপতির বাণী
* মুখবন্ধ
* উৎসর্গ
* সংগঠন পরিচিতি
* মানব সম্পদ উন্নয়ন
* দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচি
* ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি
* স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচি
* পরিবেশ উন্নয়ন কর্মসূচি
* কৃষি উন্নয়ন কর্মসূচি
* গৃহায়ন কর্মসূচি
* ভিজিডি কর্মসূচি
* গণসচেতনতামূলক কর্মসূচি
* কর্মশালা, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, পরীবিক্ষণ মূল্যায়ন ও রিপোর্টিং
* আর্থিক প্রতিবেদন
* উপসংহার।

সভাপতির বাণী

প্রকাশিত হতে যাচ্ছে সোসিও ইকোনমিক ব্যাকিং এসোসিয়েশন (সেবা)-এর ২০১৩-১৪ অর্থ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন, এজন্য আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এই উপলক্ষ্যে সেবা'র সকল স্তরের নিবেদিতপ্রাণ কর্মীদের জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও কৃতজ্ঞতা। দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে সদ্য সমাপ্ত অর্থ বছরটি ছিল সেবা সংস্থার জন্য অনেক চ্যালেঞ্জের একটি বছর। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে সেবা উন্নয়নমূলক কর্মসূচিতে অগ্রগতি অব্যহত রাখতে পারছে এজন্য আমি গর্বিত।

গ্রামীণ ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা নোবেল বিজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূস স্যার যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেশনাল স্বর্ণপদক পেয়েছেন, সেখানে তাঁরই বহুল আলোচিত বক্তব্য "আমরা দারিদ্রকে জাদুঘরে পাঠাবো" উদ্বৃত করা হয়েছিল। দারিদ্রের বিরুদ্ধে পরিচালিত সংগ্রাম এখনো শেষ হয়নি। যতদিন বাংলাদেশে একজন মানুষও দারিদ্রের কারাগারে বন্দী থাকবে, ততদিন দারিদ্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে। ব্র্যাক এর প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারপার্সন স্যার ফজলে হাসান আবেদ ব্র্যাকের বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৩ এর ক্রোড়পত্রে বলেছেন "বিগত চল্লিশ বছরে বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশই সম্ভবত দ্রুততম গতিতে এগিয়েছে।" এই প্রেক্ষাপটে তাঁরমত আমরাও গর্বিত কারণ অগ্রগতি এবং উন্নয়নের অভিযাত্রায় সেবাও কিছু ভূমিকা রাখতে পেরেছে।

বাংলাদেশের জনসংখ্যার ৬০ ভাগই তরুণ, এটাই আমাদের দেশের উজ্বল ভবিষ্যতের সবচেয়ে বড় কারণ। শত প্রতিকূলতা সত্বেও বাংলাদেশ যে এগিয়েই চলেছে তার মূলে রয়েছে এদেশের মানুষের বহুমূখী কার্যক্রম। বাংলাদেশের কৃষিতে বিপ্লব ঘটে গেছে, গত ৪২ বছরে জনসংখ্যা দিগুণের বেশি বেড়েছে, জমি কমেছে, কিন্তু বাংলাদেশের কৃষক সকলের মুখে অন্ন জুগিয়েই চলেছেন। তথ্যপ্রযুক্তি থেকে শুরু করে বিভিন্ন অঙ্গনে বাংলাদেশের তারুণদের বিজয় পতাকা উড়ছে সর্বত্র। ঘরে-বাইরে, মাঠে-ঘাটে, অফিস-আদালতে সর্বত্র নারী-পুরুষ কাজ করছে পাশাপাশি, কাজ করে চলেছে নিজের উন্নতির জন্য, যা আসলে উন্নতি ঘটাচ্ছে পুরো দেশেরই। সরকার, বেসরকারী সংগঠন, বিভিন্ন উদ্যোক্তার নানা ধরনের সৃজনশীল উদ্যোগ এবং ব্যক্তি ও সম্মিলিত মানুষের সমন্বয়ে দেশ এগিয়ে যাচ্ছে, আরও অনেক এগিয়ে যাবে বলে আমরা আশাবাদি।

সেবা'র উপদেষ্টা মন্ডলীর সদস্যবৃন্দ সহ সাধারণ ও কার্যনির্বাহী পরিষদ নীতি-নির্ধারণী ভূমিকা ও সার্বিক সহযোগিতা অব্যাহত রেখেছেন, এজন্য তাঁদেরকে জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। দাতা সংস্থা, সহযোগি সংস্থা, সুশীল সমাজ ও সকল শুভানুধ্যায়ীর প্রতি জানাই শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন।

সেবা'র নিবেদিতপ্রাণ কষ্টসহিষ্ণ কর্মী যাঁদের অসামান্য অবদান এবং কঠোর শ্রম ও নিষ্ঠা সেবা'র ক্রমবর্ধমান অগ্রগতি ও সাফল্য নিশ্চিত করছে, আমি বিশেষভাবে তাঁদেরকে ধন্যবাদ জানাই। সর্বোপরি সেবা'র সার্বিক সাফল্য এবং উন্নয়ন কামনা করি।

আলহাজ্ব তানভীর আহম্মেদ
সভাপতি

মুখবন্ধ

সদ্য সমাপ্ত অর্থ বছরে সেবা'র ক্ষুদ্র প্রয়াস প্রতিবারের ন্যায় এবারও বার্ষিক প্রতিবেদনরূপে প্রকাশ করতে পেরে আমরা আনন্দিত। এই উপলক্ষ্যকে সামনে রেখে সেবা'র নিবেদিতপ্রাণ কর্মীদের পক্ষ থেকে সবাইকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা। উন্নয়নের একটি সামগ্রিক ও সমন্বিত কর্মকৌশল মাইক্রোফাইন্যান্স। ক্ষুদ্রঋণের অগ্রদূত বাংলাদেশের অর্থনীতি বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার মধ্য দিয়েও বিকাশমান, অন্যান্য সামাজিক সূচকেও কমবেশি অগ্রগতি লক্ষ্যনীয়। সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয় প্রতিরোধ করা গেলে এবং দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠা পেলে আমরা নিশ্চয়ই আরও উজ্বল ভবিষ্যতের দিকেই ধাবমান থাকতে পারবো।

ক্ষুদ্রঋণ নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা মাইক্রোক্রেডিট রেগুরেটরী অথরিটির (এমআরএ) হিসাব মতে দেশে নিবন্ধিত ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান রয়েছে ৭৫২টি। ২০০৭ সালের জুলাই থেকে ২০১৩ সালের জুন পর্যন্ত সর্বমোট ৪৩ হাজার ২৩৮ কোটি টাকা ঋুদ্রঋণ বিতরণ করা হয়েছে। একই সময়ে ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণের পরিমাণ ছিল ২৫ হাজার ৭১০ কোটি টাকা। ২ কোটি ৪৬ লাখ মানুষ এসব প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে ঋণ নিয়ে জীবন মানের উন্নয়ন করেছেন। ক্ষুদ্রঋণ ব্যবস্থার সফল প্রয়োগের জন্য বাংলাদেশ পথিকৃত দেশ হিসেবে বিশ্বে পরিচিত। গ্রামীণ ব্যাংক, ব্র্যাক, আশা'র মত প্রতিষ্ঠান দেশে-বিদেশে সমাদৃত হচ্ছে এবং বাংলাদেশকে বিশ্ব দরবারে সন্মানের আসনে অধিষ্ঠিত করেছে।

আমরা আরও বহুদূর এগিয়ে যেতে পারতাম যদি আমাদের পথে পথে প্রতিবন্ধকতা না থাকত, বিশেষ করে যদি দেশের রাজনীতি সংঘাতময় না থাকত, যদি আমরা সুশাসন পেতাম। তবুও নানা সংকটে, নানা ক্রান্তিলগ্নে দেশের মানুষই এগিয়ে এসেছে উত্তরণের কোনো না কোনো সৃজনশীল পথ উদ্ভাবন এবং অক্লান্ত পরিশ্রম করে।

ঋণ সহায়তা পেয়ে ঋণগ্রহীতারা যেন বিনিয়োগমূখী সম্পদ তৈরী করতে পারেন এটাই ক্ষুদ্রঋণের অন্যতম উদ্দেশ্য। যাঁদের জামানত দেওয়ার মতো সম্পদ নেই, আবার প্রচলিত ব্যাংকিং ব্যবস্থা থেকে ঋণ পাওয়ার সুযোগও নেই, এমন জনগোষ্ঠির জীবন মানের উন্নয়নের জন্য ক্ষুদ্রঋণ ব্যবস্থার গোড়াপত্তন হয়। স্বাধীনতার পর সত্তরের দশকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে বেসরকারী উদ্দ্যোগে এদেশে ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ কার্যক্রম শুরু হয়েছিল।

আমরা পরিসংখ্যান থেকে জানতে পারি জনসাধারণের জীবনমান উন্নত হয়েছে, শিশু ও মাতৃমৃত্যুর হার অনেক কমেছে, প্রাথমিক শিক্ষায় ছেলে ও মেয়ে শিশুদের বিদ্যালয়ে ভর্তির হার প্রায় সমান হয়েছে। কিন্তু মেয়েশিশুদের বিদ্যালয় থেকে ঝড়েপড়ার হার এখনো বেশি। শিশুদের পুষ্টিমান বর্তমানে নিম্নমূখী, যা ভবিষ্যতের জন্য একটি অশনীসংকেত। এসব ক্ষেত্রে অগ্রগতি অর্জন করতে হলে আরও অনেক কিছু করতে হবে। আয়তনের তুলনায় দেশের জনঘনত্ব অত্যন্ত বেশি। এই বিষয়টিকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন। কারণ, অতিরিক্ত জনসংখ্যা ভবিষ্যতে মানবাধিকার, সুশাসন, পরিবেশ সুরক্ষা থেকে শুরু করে সব রকমের সামাজিক সেবা খাতের অগ্রগতি বিঘ্নিত করতে পারে।

বাংলাদেশর সমস্যাগুলোর মধ্যে বর্তমানে প্রথম সারিতে রয়েছে বেকারত্ব। বড় জনসংখ্যার এই দেশে যা হতে পারতো আশীর্বাদ, তা বিভিন্ন কারণে দুর্দশায় পরিণত হয়েছে। বিরাট জনসংখ্যা মানে বড় জনশক্তি। দেশে শিল্পায়ন না বাড়লে বেকারত্ব কমার সুযোগ কম। এজন্য দরকার উপযুক্ত নীতিমালার অধীনে দীর্ঘমেয়াদি প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ। এ দায়িত্ব সরকার এবং বেসরকারী সংস্থাগুলোর উপরই বর্তায়।

বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ উপলক্ষ্যে আমাদের কার্যক্রম পরিচালনায় অভিভাবকের ভূমিকা পালনকারী মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি (এমআরএ), বাংলাদেশ এনজিও বিষয়ক ব্যুরো এবং সমাজসেবা অধিদপ্তরের সম্মানিত কর্তৃপক্ষকে কৃতজ্ঞতা জানাই। সেবার স্বাস্থ্য প্রকল্প পরিচায়নায় বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন আর্থিক সহায়তা অব্যাহত রেখেছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের গৃহায়ন তহবিল থেকে অর্থ বরাদ্দ দেওয়া অব্যহত রয়েছে, দুঃস্থ্য মহিলা উন্নয়ন কর্মসূচি (ভিজিডি) প্রোগ্রামে অংশগ্রহণের সুযোগ আমরা পেয়ে যাচ্ছি। সমাজ সেবা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রতিবন্ধি সনাক্তকরণ কর্মসূচিতে সেবা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছে। এজন্য এসকল প্রতিষ্ঠানের সম্মানিত কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানাই। এনসিসি ব্যাংক লিঃ, মিউচ্যুয়াল ট্রাষ্ট ব্যাংক লিঃ, সোনালী ব্যাংক লিঃ, সাউথইষ্ট ব্যাংক লিঃ ঋণ সুবিধা দিয়ে সেবা'র রিভলভিং ফান্ডকে করেছে শক্তিশালী, এজন্য তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

আমরা অতিক্রম করলাম অত্যন্ত সাফল্যমন্ডিত একটি বছর, যা সম্ভব হয়েছে সেবার সাধারণ ও কার্যনির্বাহী পরিষদের সম্মানিত সদস্য, সহযোগি সংস্থা, ও দাতা সংস্থার সার্বিক সহযোগিতায়। অভিনন্দন জানাই সেই সব জনগণকে যারা ভাগ্য উন্নয়নের সহায়ক শক্তি হিসেবে সেবাকে সাদরে গ্রহণ করেছে। উন্নয়ন কর্মকান্ডে যাঁদের সবচেয়ে বেশি অবদান সেবার সেই সকল কর্মীবাহিনীকে জানাই অকৃত্রিম ভালোবাসা। মহান সৃষ্টিকর্তা সহায় হলে জনসেবায় উত্তরোত্তর সাফল্য অর্জনে আমাদের তৎপরতা আরও জোরদার হবে বলে আমরা আশাবাদি ।

আলহাজ্ব রিয়াজ আহম্মেদ লিটন
নির্বাহী পরিচালক

উৎসর্গ-

তাঁদের উদ্দেশ্যে-যাঁদের মেধা,
দক্ষতা ও সৃজনশীলতা এদেশের
মেহনতি মানুষের জন্য নিবেদিত।

সংগঠন পরিচিতি

এক নজরে সেবা'র কর্ম এলাকা

পটভূমি ঃ

সোসিও ইকোনমিক ব্যাকিং এসোসিয়েশন (সেবা) যাত্রা শুরু করেছিল ১৯৯৭ সালের ১ জুলাই থেকে। নারীর ক্ষমতায়ন, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণ, সুশাসন প্রতিষ্ঠা, পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা, নিরন্ন মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি ইত্যাদি মূল্যবোধে বিশ্বাসী কতিপয় সচেতন ও সৃজনশীল ব্যক্তির সম্মিলিত উদ্যোগে সংস্থাটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। ১৯৯৮ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সমাজসেবা অধিদপ্তর এর সনদপ্রাপ্ত হয়। এরপর থেকেই সেবা'র আনুষ্ঠানিক পথচলা শুরু। ক্রমান্বয়ে বাংলাদেশ এনজিও বিষয়ক ব্যুরো, মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি'র (এমআরএ) সনদপ্রাপ্ত হয়। দীর্ঘপথ পরিক্রমায় সেবা অনেক চড়াই-উৎরাই পাড়ি দিয়ে বর্তমান অবস্থানে পৌঁছেছে এবং ইপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছার দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে বিভিন্ন উন্নয়নমূখী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। ফলে সেবা'র কর্ম এলাকাগুলোতে গণমানুষের সচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং পিছিয়ে থাকা মানুষেরা দারিদ্রের দুষ্টচক্র থেকে বেরিয়ে আসতে সক্ষমতা অর্জন করছে।

ভিশন ঃ

দারিদ্র মুক্ত সুখি ও সমৃদ্ধশালী সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

মিশন ঃ

সমাজ থেকে দারিদ্রতার প্রভাবকে কমিয়ে আনার জন্য ক্ষুদ্রঋণ, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ, স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচি ও গণসচেতনতা প্রকল্পের মাধ্যমে দরিদ্র অসহায় পিছিয়েপড়া মানুষের মাঝে কারিগরি ও অর্থনৈতিক সেবা প্রদান করা।

উদ্দেশ্য ঃ

- ❖ নারীর ক্ষমতায়ন ও উন্নয়নে আয়বর্ধনমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা।
- ❖ দক্ষ মানব সম্পদ গড়ার লক্ষ্যে কর্মী ও সদস্যদের পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করা।
- ❖ স্বাস্থ্য অধিকার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য বিষয়ক সচেতনতামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা।
- ❖ দরিদ্র মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য সঞ্চয় ও ঋণ কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে আর্থিক সেবা প্রদান।
- ❖ শিশু শিক্ষা নিশ্চিত করণে প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্প গ্রহণ করা।
- ❖ পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় গণসচেতনতা বৃদ্ধি করা।
- ❖ তাঁত শিল্প তথা তাঁতী সম্প্রদায়ের উন্নয়নে বিভিন্ন কারিগরী প্রশিক্ষণ ও আর্থিক সহায়তার ব্যবস্থা করা।
- ❖ তৃণমূল পর্যায়ে সংগঠন তৈরীর মাধ্যমে পিছিয়েপড়া মানুষকে আর্থ সামাজিক উন্নয়নের ব্যবস্থা করা।
- ❖ কৃষি সম্প্রসারণের জন্য কৃষকদের মাঝে আধুনিক প্রযুক্তি হস্তান্তর, রাসয়নিক সার বর্জন ও জৈব সার ব্যবহারে উদ্বুদ্ধকরণ।
- ❖ শিক্ষার হার বাড়াতে ঝড়েপড়া শিক্ষার্থীদের পূণরায় বিদ্যালয়গামীকরণ।
- ❖ লক্ষ্যিত জনগোষ্ঠিকে আত্মনির্ভরশীল করার লক্ষ্যে সঞ্চয়ের মাধ্যমে পূঁজি সৃষ্টিতে উদ্বুদ্ধকরণ।
- ❖ সামাজিক শৃংঙ্খলা রক্ষায় গণসচেতনতা সৃষ্টি করা।

প্রতিষ্ঠানের মূল্যবোধ ঃ

প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠান নিজস্ব সংস্কৃতি ও মূল্যবোধকে সামনে রেখে এগিয়ে চলে। সেবা'র পরিচালনা পর্ষদের সদস্যসহ সকল স্তরের কর্মীগণ নিম্নলিখিত সংস্কৃতি ও মূল্যবোধকে মনে প্রাণে বিশ্বাস করে তা বাস্তবায়নের জন্য প্রাণপন চেষ্টা অব্যহত রেখেছে।

- ❖ শিক্ষা (নৈতিক ও যোগ্যতাভিত্তিক)
- ❖ সেবার উন্নয়নে সকলের উন্নয়ন।
- ❖ তৃণমূল সমিতি, সদস্য ও কর্মীর স্থায়িত্ব।
- ❖ আত্মবিশ্বাস, ধৈর্য, পরিশ্রম, পরিশুদ্ধতা, শৃজনশীলতা, কর্তব্যনিষ্ঠা, শ্রমের মর্যাদা, সততা, শিষ্টাচার, ভ্রাতৃত্ব।
- ❖ সুশাসন।
- ❖ অর্থনৈতিক দূরদর্শিতা।
- ❖ টেকসই উন্নয়ন।

উন্নয়ন দর্শন ঃ

সেবা সব সময় অংশগ্রহণমূলক উন্নয়ন নীতিতে বিশ্বাস করে। এজন্য উন্নয়ন কার্যক্রমে একক পন্থা অবলম্বন না করে দলগত পন্থা অবলম্বন করে থাকে। সেবা এমন একটি সমাজ প্রত্যাশা করে যেখানে ক্ষুধা, দারিদ্র, শোষণ ও বঞ্চনা থাকবে না, থাকবেনা নারী ও শিশু নির্যাতন এবং প্রত্যেকেই তার অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শান্তি ও সম্প্রীতিতে বসবাস করতে পারবে। একটি চক্রাকার পদ্ধতির মাধ্যমে 'সেবা' তার উন্নয়ন প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখে।

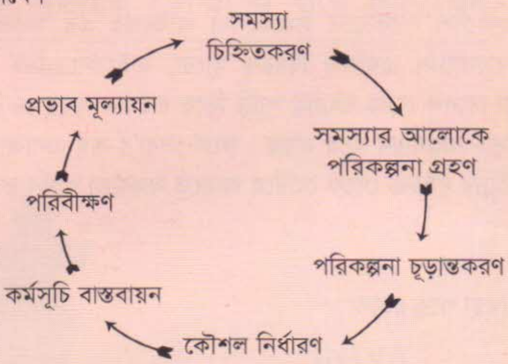

আইনগত ভিত্তি ঃ

সেবা পর্যায়ক্রমে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের যে সকল প্রতিষ্ঠান হতে নিবন্ধিত হয়েছে :

ক্রমিক নং	নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ	নিবন্ধন নম্বর	নিবন্ধনের তারিখ
১.	সমাজসেবা অধিদপ্তর	ট-১০৩৩	১৬ জুন, ১৯৯৮
২.	এনজিও বিষয়ক ব্যুরো	১৯৩১	১১ মে, ২০০৪
৩.	মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি (এমআরএ)	০১১৫১-০০১৪১-০০২৮৭	১৫ জুন, ২০০৮

প্রতিষ্ঠানের নেটওয়ার্কিং পার্টনার ঃ

সার্বিক উন্নয়নের জন্য সমন্বয় সাধনে বিভিন্ন NGO ও উন্নয়ন সহযোগি প্রতিষ্ঠানের সাথে সু-সম্পর্ক স্থাপন করা প্রয়োজন। এজন্য সেবা যে সকল সংস্থার সদস্যভূক্ত হয়েছে ঃ

১. ফেডারেশন অব এনজিওস ইন বাংলাদেশ (FNB)
২. ক্রেডিট এন্ড ডেভেলপমেন্ট ফোরাম (CDF)
৩. The Associated Country Women of the World (ACWW)
৪. ন্যাশনাল ইয়ুথ ফাউন্ডেশন অব বাংলাদেশ
৫. EuropeAid PADOR: ID BD-2013-EQU-0206061370

ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি ঃ

সেবা'র সকল স্তরের কর্মকর্তা, কর্মী ও উপকারভোগীরা যাতে সমানভাবে পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশগ্রহণ করতে পারে, সকলের মতামত স্বাধীনভাবে ব্যক্ত করতে পারে এবং প্রতিষ্ঠানের সকল প্রকার কার্যক্রম সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য সেবা উপর নীচ (Top-Down) পন্থা ব্যবহার করে থাকে। এক্ষেত্রে PRA (Participatory Reflection and Action), PLA (Participatory Learning Approach) পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। ব্যবস্থাপনা, পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় যে সকল পরিষদ ও কমিটি ওতোপ্রোতভাবে জড়িত তা নিম্নে তুলে ধরা হলো-

সাধারণ পরিষদ ঃ

সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ তথা সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিবর্গ যেমন- অধ্যাপক, ডাক্তার, ব্যবসায়ী, সমাজ সেবক, আইনজীবি, সাংবাদিক এবং অন্যান্য পেশার লোক নিয়ে সাধারণ পরিষদ গঠিত হয়েছে। সাধারণ পরিষদের সদস্য সংখ্যা ২৫ জন। এই পরিষদ প্রতিষ্ঠানের সার্বিক উন্নয়নে স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে কাজ করে যাচ্ছেন। সাধারণ পরিষদের ১০ জন সদস্যের সমন্বয়ে কার্য-নির্বাহী পরিষদ গঠিত।

কার্য-নির্বাহী পরিষদ ঃ

প্রতিষ্ঠানের গঠনতন্ত্র মোতাবেক কার্য-নির্বাহী পরিষদ তাঁদের সকল কর্মকান্ডের জন্য সাধারণ পরিষদের নিকট দায়বদ্ধ। এই কার্য-নির্বাহী পরিষদ ১০ সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত। সাধারণ পরিষদের ভোটে কার্য-নির্বাহী পরিষদ দুই বৎসরের জন্য নির্বাচিত হয়ে থাকে। সংস্থার নির্বাহী পরিচালক এই পরিষদের সদস্য সচিব।

কার্য-নির্বাহী পরিষদের সদস্যবৃন্দ ঃ

ক্রমিক নং	কার্য-নির্বাহী সদস্যের নাম	কমিটিতে পদবী
১	আলহাজ্ব তানভীর আহম্মেদ	সভাপতি
২	আবু নইম মোহাম্মদ বজলুর রহীম	সহ-সভাপতি
৩	আলহাজ্ব রিয়াজ আহম্মেদ লিটন	সদস্য সচিব/নির্বাহী পরিচালক
৪	মোঃ ওয়াহিদ রাশেদ	সহঃ সাধারণ সম্পাদক
৫	কে, এম, হাবিবুর রহমান	কোষাধ্যক্ষ
৬	মোঃ মেসবাহ্ উদ্দিন নবীন	কার্য-নির্বাহী সদস্য
৭	রাজিয়া সুলতানা	,,
৮	মোঃ আনোয়ারুল হাবীব	,,
৯	মোঃ রফিকুল ইসলাম খান	,,
১০	হাছিনা আক্তার	,,

আলহাজ্ব তানভীর আহম্মেদ
সভাপতি

আবু নইম মোহাম্মদ বজলুর রহীম
সহ-সভাপতি

আলহাজ্ব রিয়াজ আহম্মেদ লিটন
সদস্য সচিব

মোঃ ওয়াহিদ রাশেদ
সহ-সাধারণ সম্পাদক

কে,এম, হাবিবুর রহমান
কোষাধ্যক্ষ

মোঃ মেসবাহ্ উদ্দিন নবীন
কার্য-নির্বাহী সদস্য

রাজিয়া সুলতানা
কার্য-নির্বাহী সদস্য

মোঃ আনোয়ারুল হাবীব
কার্য-নির্বাহী সদস্য

মোঃ রফিকুল ইসলাম খান
কার্য-নির্বাহী সদস্য

হাছিনা আক্তার
কার্য-নির্বাহী সদস্য

বোর্ড অব ডিরেক্টরস্ ঃ

প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে পরিচালনার জন্য নির্বাহী পরিচালক সহ অন্যান্য পরিচালকদের সমন্বয়ে একটি কমিটি রয়েছে। প্রতিষ্ঠানের অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী নির্বাহী পরিচালকের নেতৃত্বে সকল পরিচালক কর্মসূচি বাস্তবায়ন ও বিভিন্ন বিভাগ পরিচালনা করে থাকেন এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা এবং বোর্ড অব ডিরেক্টরস্ এর মতামতের উপর ভিত্তি করে কার্য পরিচালনা করা হয়।

মোঃ সাইদুর রহমান মল্লিক
পরিচালক (প্রশাসন)

মোঃ মনিরুল হক মনির
পরিচালক (অর্থ)

মোঃ শাহীনুর ইসলাম শাহীন
পরিচালক (কার্যক্রম)

প্রতিষ্ঠানের সাংগঠনিক কাঠামো

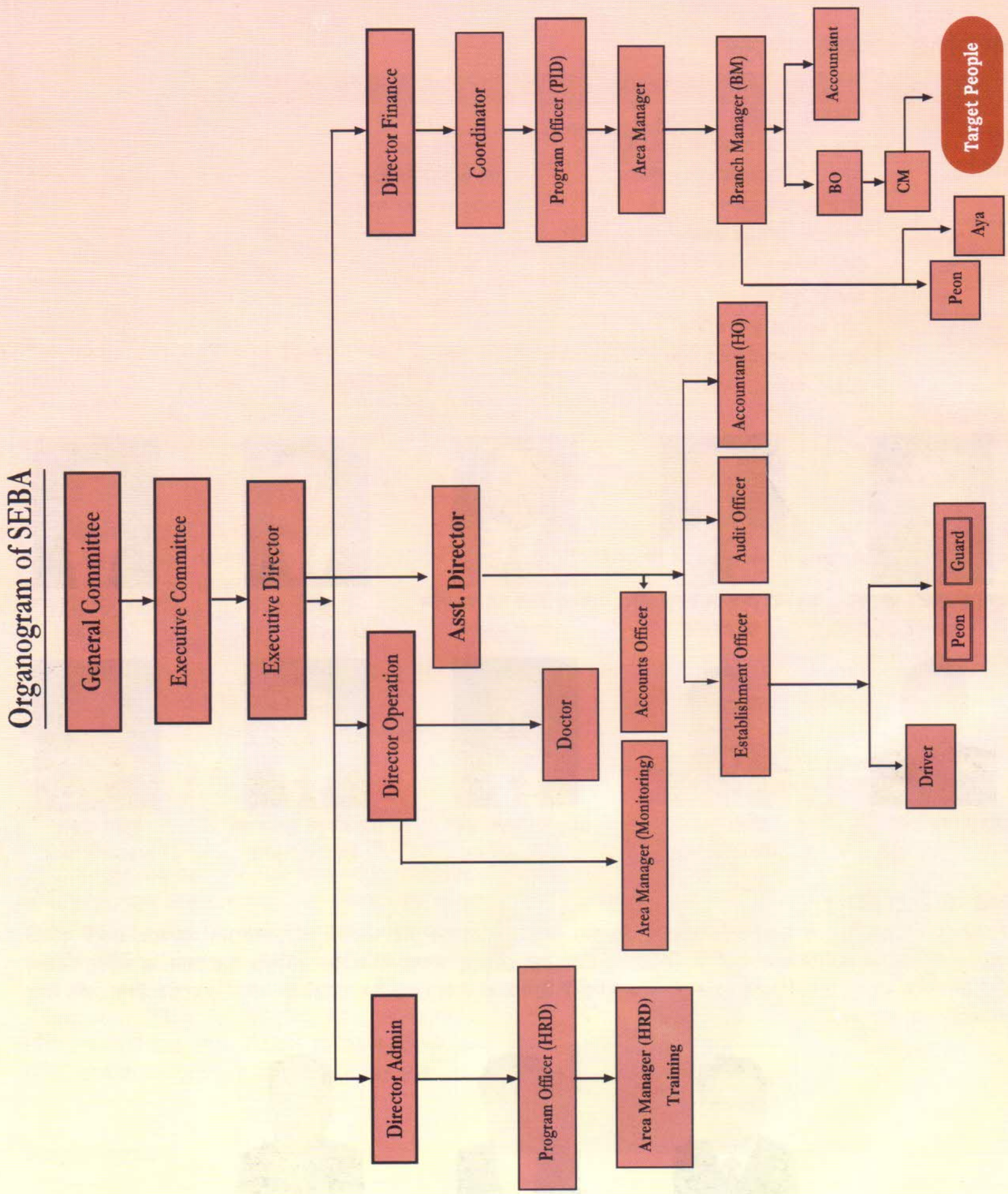

সিনিয়র ম্যানেজমেন্ট কমিটি ঃ

প্রতিষ্ঠানের সকল পরিচালক ও বিভাগীয় প্রধান দ্বারা সিনিয়র ম্যানেজমেন্ট কমিটি গঠিত। সেবা'র সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী পরিচালকবৃন্দ কর্মসূচি বাস্তবায়নে দিক নির্দেশনা ও সহযোগিতা করে থাকেন।

কোর স্টাফ কমিটি ঃ

যে সকল কর্মকর্তা সরাসরি প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে রয়েছেন তাঁরা হচ্ছেন, ম্যানেজার, এরিয়া ম্যানেজার, অডিট কর্মকর্তা, মনিটরিং কর্মকর্তা, প্রশিক্ষণ কর্মকর্তা, প্রোগাম অফিসার, সমন্বয়কারী, এ্যাসিসটেন্ট ডিরেক্টর, বিভাগীয় প্রধান এবং পরিচালকবৃন্দ উক্ত কোর কমিটির সদস্য। নির্বাহী পরিচালকের নেতৃত্বে এই কমিটি প্রতিমাসে সমন্বয় সভা করে থাকেন। সভায় বিগত মাসের কাজের অগ্রগতি বিষয়ক আলোচনা এবং পরবর্তী মাসের কর্ম পরিকল্পনা পর্যালোচনা করা হয়।

ব্যবস্থাপনা সভাঃ

প্রতিষ্ঠানের সাধারণ পরিষদের বার্ষিক সভা, কার্যনির্বাহী পরিষদের সভা, মাসিক বোর্ড অব ডিরেক্টরস্ মিটিং, আন্তবিভাগীয় সভা, মাসিক সমন্বয় সভা, মাসিক বাজেটীয় বিচ্যুতি সভা, পিআইডি মিটিং এবং প্রতিমাসে এরিয়া অফিসে এরিয়া মিটিং অনুষ্ঠিত হয়, কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী শাখা পর্যায়ে সাপ্তাহিক ও মাসিক সভা করা হয়। উক্ত সভায় কর্মসূচির অগ্রগতি, সমস্যা ও সম্ভাবনা পর্যালোচনা করা হয়।

আন্ত:বিভাগীয় সভা ঃ

নির্বাহী পরিচালকের নেতৃত্বে পরিচালিত আন্তবিভাগীয় সভার মূল উদ্দেশ্য হলো বিভিন্ন বিভাগ ও কর্মসূচির মধ্যে সমন্বয় সাধন। এই সভায় সকল বিভাগের পরিচালক এবং উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ কর্মসূচি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ও উন্নয়নমূলক প্রস্তাব উপস্থাপন এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশগ্রহণ করে থাকেন।

পিআইডি মিটিং ঃ

প্রতিষ্ঠানের প্রোগ্রাম ইপ্লিমেন্টেশন ডিপার্টমেন্ট (পিআইডি) প্রতিমাসের প্রথম সপ্তাহে এই মিটিং করে থাকে। উক্ত মিটিং-এ কর্মসূচি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সমস্যা এবং সমাধান বিষয়ে আলোচনা-পর্যালোচনা করে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এরিয়া ম্যানেজার সহ কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ এতে অংশগ্রহণ করে থাকেন। পরিচালক (অর্থ) এঁর নেতৃত্বে কর্মসূচির সম্ভাবনাময় দিকগুলো কাজে লাগিয়ে কর্মসূচিকে আরও গতিশীল করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

মাসিক সমন্বয় সভা ঃ

প্রতিমাসের ১০ তারিখের মধ্যে প্রধান কার্যালয়ের সভা কক্ষে মাসিক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সকল শাখা ব্যবস্থাপক ও প্রধান কার্যালয়ে উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ এ সভায় অংশগ্রহণ করে থাকেন। সভায় বিগত মাসের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী অর্জন পর্যালোচনা এবং পরবর্তী মাসের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে করণীয় নির্ধারন এবং কর্মসূচি বাস্তবায়নে সমস্যা ও সম্ভাবনা প্রাধান্য পেয়ে থাকে। সভায় বিভিন্ন উন্নয়নমূলক আলোচনার পাশাপাশি অংশগ্রহণমুলক পদ্ধতিতে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

প্রাক-বাজেটরী সভা ঃ

প্রতি বছর মে মাসের ১ম সপ্তাহে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সকল বিভাগের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত থাকেন। বিগত বাজেটের কি কি ঘাটতি/বিচ্যুতি ছিল তা পর্যালোচনা করার পাশাপাশি আগামি বাজেটকে কিভাবে আরও বাস্তবভিত্তিক ও ফলপ্রসূ করা যায় ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা পর্যালোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ে থাকে।

এরিয়া মিটিং ঃ

শাখার কার্যক্রম সুচারুভাবে বাস্তবায়নের নিমিত্তে এরিয়া ম্যানেজারের নেতৃত্বে এরিয়া অফিসে এই মিটিং হয়ে থাকে। এরিয়া মিটিং-এ সংশ্লিষ্ট শাখার ব্যবস্থাপকগণ উপস্থিত থাকেন, শাখার লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন সংক্রান্ত আলোচনা-পর্যালোচনা, কর্ম পরিকল্পনা ও কর্মকৌশল নিয়ে আলোচনা হয়ে থাকে।

সাপ্তাহিক সভা ঃ

সাপ্তাহিক লক্ষ্যমাত্রা, কর্মপরিকল্পনা ও শিক্ষামূলক বিভিন্ন বিষয়কে সামনে রেখে শাখায় সাপ্তাহিক সভা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। শাখা ব্যবস্থাপকের নেতৃত্বে শাখা পর্যায়ে প্রতি সপ্তাহে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় শাখার সকলেই উপস্থিত থাকেন।

প্রতিষ্ঠানের বিভাগ সমূহ ঃ

সুন্দর, সুষ্ঠ ও সুশৃংখল ভাবে কর্মসূচি পরিচালনা করার জন্য সেবা সংস্থার পাঁচটি বিভাগ রয়েছে। বিভাগগুলো হলো ঃ

১. এইচ.আর.ডি ।
২. পি.আই.ডি।
৩. মনিটরিং সেল।
৪. একাউন্টস্ এন্ড অডিট ডিপার্টমেন্ট।
৫. স্টাব্লিস্টমেন্ট ডিপার্টমেন্ট।

১. এইচ.আর.ডি ঃ

Human Resource Depertment (HRD) অন্যান্য বিভাগের সংগে সমন্বয় সাধন করে পরিচালক প্রশাসন এবং তাঁর সহযোগিবৃন্দ মিলে কর্মী চাহিদা নিরুপণ, নিয়োগ, প্রশিক্ষণ, পারফরমেন্স মূল্যায়ন, প্রকাশনা ও গবেষণা সহ মানব সম্পদ উন্নয়নে নানাবিধ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকেন।

২. পি.আই.ডি ঃ

Program Implimentation Depertment (PID) পরিচালক (অর্থ) এই বিভাগের নেতৃত্ব দিয়ে থাকেন। প্রতিষ্ঠানের সকল বিভাগের সাথে সমন্বয় সাধন করে পরিকল্পনা, বাজেট বাস্তবায়ন ও নিয়ম নীতি অনুযায়ী মাইক্রোক্রেডিট প্রোগ্রামের সংশ্লিষ্ট সকল কর্মসূচি বাস্তবায়ন ও নিয়ন্ত্রণ করা এ বিভাগের মূল কাজ।

৩. মনিটরিং সেল ঃ

প্রতিষ্ঠানের পরিচালক (কার্যক্রম) মনিটরিং সেল পরিচালনা করেন। পরিকল্পনা ও নিয়ম-নীতি অনুযায়ী কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে কি না তা মনিটরিং এবং সুপারভিশন করা এ বিভাগের কর্মীদের অন্যতম কাজ।

৪. একাউন্টস্ এন্ড অডিট ডিপার্টমেন্ট:

নির্বাহী পরিচালকের সার্বিক তত্ত্বাবধানে প্রতিষ্ঠানের সহকারী পরিচালক এ বিভাগ পরিচালনা করে থাকেন। প্রতিষ্ঠানের হিসাব সংক্রান্ত স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার জন্য এ বিভাগ ইন্টার্নাল অডিট সহ প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় হিসাব ও আর্থিক ব্যাবস্থাপনা পরিচালনা করে থাকে।

৫. স্টাবলিস্টমেন্ট ডিপার্টমেন্ট ঃ

প্রতিষ্ঠানের নির্বাহী পরিচালকের নেতৃত্বে এবং সহকারী পরিচালকের তত্ত্বাবধানে এই বিভাগ পরিচালিত হয়ে থাকে। প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় আর্থিক লেনদেন এ বিভাগ থেকে পরিচালনা করা হয় এবং কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নের জন্য লজিষ্টিক সাপোর্ট দেয়া হয়।

প্রতিষ্ঠানের জনবল ঃ (জুন ২০১৪ পর্যন্ত)

প্রকার	পুরুষ	মহিলা	মোট
স্থায়ী	২৩৭	৬১	২৯৮
শিক্ষানবীশ	১৫	১০	২৫
খন্ডকালীন	-	৩২	৩২
মোট ঃ	২৫২	১০৩	৩৫৫

অভীষ্ট জনগোষ্ঠী ঃ

সামাজিক সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত এবং আর্থ-সামাজিকভাবে দরিদ্র ও দারিদ্র সীমার নিচে বসবাসকারী নারী, পুরুষ ও শিশুরা সেবা সংস্থার অভীষ্ঠ জনগোষ্ঠী। বিশেষ করে গ্রামীণ নারী সমাজ, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, প্রান্তিক চাষী, সুবিধা বঞ্চিত খেটে খাওয়া বিভিন্ন পেশার জনগণ। সেবা'র অভীষ্ট জনগোষ্ঠির অবস্থান ঃ-

পুরুষ	মহিলা	শিশু	মোট
৯৬৪৫	৩৭৪৯৩	৩৩৫৭	৫০৪৯৫

চলমান কর্মসূচি ঃ

- ❐ মানব সম্পদ উন্নয়ন
- ❐ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ
- ❐ দারিদ্র বিমোচন
- ❐ ক্ষুদ্রঋণ
- ❐ ঋণবীমা
- ❐ স্বাস্থ্যসেবা
- ❐ পরিবেশ উন্নয়ন
- ❐ কৃষি উন্নয়ন
- ❐ গৃহায়ণ
- ❐ ভিজিডি
- ❐ গণসচেতনতা

তহবিলের উৎস ঃ

সেবা বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগি সংস্থার সার্বিক সহযোগিতায় উন্নয়ন প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখে লক্ষ্য অর্জনে সচেষ্ট রয়েছে। সেবা'র উন্নয়ন সহযোগি প্রতিষ্ঠানসমূহ ও তহবিলের উৎস -

১. সদস্যদের সঞ্চয়
২. ঋণের সার্ভিস চার্জ
৩. পাশবই ও ফরম বিক্রি
৪. নিজস্ব তহবিল
৫. মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর
৬. বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন
৭. সমাজসেবা অধিদপ্তর
৮. ইয়োলো সোসাইটি, নিউইয়র্ক, আমেরিকা
৯. সার্সপয়েন্ট, নিউইয়র্ক, আমেরিকা
১০. বাংলাদেশ ব্যাংক (গৃহায়ন তহবিল)
১১. মিউচ্যুয়াল ট্রাষ্ট ব্যাংক লিঃ
১২. সাউথইষ্ট ব্যাংক লিঃ
১৩. এনসিসি ব্যাংক লিমিটেড।

সেবা'র শাখা অফিস (জুন ২০১৪ পর্যন্ত)

শাখা কোড	ঠিকানা	শাখা কোড	ঠিকানা
১	**টাঙ্গাইল শাখা** বিশ্বাস বেতকা, ময়মনসিংহ রোড, উপজেলা ঃ টাঙ্গাইল সদর, জেলা ঃ টাঙ্গাইল।	১৬	**ভূয়াপুর শাখা** উপজেলা সংলগ্ন, ঘাটান্দি, উপজেলাঃ ভূয়াপুর, জেলা ঃ টাঙ্গাইল।
২	**বলা শাখা** আর.এম. পাজা (২য় তলা), বলা বাজার, বলা, উপজেলাঃ কালিহাতী, জেলা ঃ টাঙ্গাইল।	১৭	**গারোবাজার শাখা** গারোবাজার, সাগরদিঘী রোড, উপজেলা ঃ ঘাটাইল, জেলা ঃ টাঙ্গাইল।
৩	**এলেঙ্গা শাখা** তালুকদার বিল্ডিং (৩য় তলা) এলেঙ্গা বাজার, উপজেলা ঃ কালিহাতী, জেলা ঃ টাঙ্গাইল।	১৮	**বাটাজোর শাখা** সিড স্টোর রোড, বাটাজোর বাজার, উপজেলা ঃ ভালুকা, জেলা ঃ ময়মনসিংহ।
৪	**করটিয়া শাখা** নন্দিনী সিনেমা হল রোড, ডাকঘর ঃ করটিয়া, করটিয়া-বাসাইল রোড সংলগ্ন উপজেলা ও জেলা ঃ টাঙ্গাইল।	১৯	**আউলিয়াবাদ শাখা** আউলিয়াবাদ বাজার, লক্ষরপুর রোড, ডাকঘর ঃ আউলিয়াবাদ, উপজেলাঃ কালিহাতী, জেলা ঃ টাঙ্গাইল।
৫	**আইসড়া শাখা** ফুলকি রোড, আইসড়া বাজার, আইসড়া, উপজেলা ঃ বাসাইল, জেলা ঃ টাঙ্গাইল।	২০	**ধনবাড়ী শাখা** আমবাগান, ডাকঘর ঃ ধনবাড়ী, উপজেলা ঃ ধনবাড়ী, জেলা ঃ টাঙ্গাইল।
৬	**ঘারিন্দা শাখা** ঘারিন্দা বাজার, উপজেলা ঃ টাঙ্গাইল সদর, জেলা ঃ টাঙ্গাইল।	২১	**নাগরপুর শাখা** গয়হাটা রোড, নাগরপুর, উপজেলাঃ নাগরপুর, জেলা ঃ টাঙ্গাইল।
৭	**কালিহাতী শাখা** ময়মনসিংহ রোড, কালিহাতী বাসষ্ট্যান্ড, উপজেলাঃ কালিহাতী, জেলা ঃ টাঙ্গাইল।	২২	**কালিয়াকৈর শাখা** টান-কালিয়াকৈর, ডাকঘর ঃ কালিয়াকৈর উপজেলা ঃ কালিয়াকৈর, জেলা ঃ গাজীপুর।
৮	**ঘাটাইল শাখা** কাজী বাড়ী, টাঙ্গাইল-ময়মনসিংহ রোড, উপজেলাঃ ঘাটাইল, জেলা ঃ টাঙ্গাইল।	২৩	**গোপালপুর শাখা** নন্দনপুর কাচারীপাড়া, গোপালপুর, উপজেলা ঃ গোপালপুর, জেলা ঃ টাঙ্গাইল।
৯	**পাকুটিয়া শাখা** পাকুটিয়া বাজার, ময়মনসিংহ রোড, পাকুটিয়া, উপজেলাঃ ঘাটাইল, জেলা ঃ টাঙ্গাইল	২৪	**নলুয়া শাখা** হাঁটুভাঙ্গা রোড, ডাকঘরঃ নলুয়া বাজার, উপজেলা ঃ সখিপুর, জেলা ঃ টাঙ্গাইল।
১০	**পাথরাইল শাখা** দেলদুয়ার রোড, পাথরাইল বাজার, উপজেলাঃ দেলদুয়ার, জেলা ঃ টাঙ্গাইল।	২৫	**সাটুরিয়া শাখা** গ্রাম ঃ উত্তর কাউন্নারা, ডাকঘর ঃ সাটুরিয়া, উপজেলা ঃ সাটুরিয়া, জেলা ঃ মানিকগঞ্জ।
১১	**মির্জাপুর শাখা** ভাতগ্রাম রোড, পুষ্টকামরী, বড়বাড়ী, উপজেলাঃ মির্জাপুর, জেলা ঃ টাঙ্গাইল।	২৬	**ধামরাই শাখা** গার্লস্ স্কুল রোড, পশু হাসপাতাল সংলগ্ন পাঠান টোলী, ধামরাই, ঢাকা।
১২	**বাসাইল শাখা** আন্দারিয়া রোড, ডাকঘর ঃ বাসাইল, উপজেলাঃ বাসাইল, জেলা ঃ টাঙ্গাইল।	২৭	**লাউহাটি শাখা** গ্রাম ঃ পাচুরিয়া, ডাকঘর ঃ লাউহাটি বাজার, উপজেলা ঃ দেলদুয়ার, জেলা ঃ টাঙ্গাইল।
১৩	**সখিপুর শাখা** হাসপাতাল গেইট, হাটুভাঙ্গা রোড, সখিপুর, উপজেলাঃ সখিপুর, জেলা ঃ টাঙ্গাইল।	২৮	**দৌলতপুর শাখা** গ্রাম ঃ চকহরিচরণ, ডাকঘর ঃ দৌলতপুর উপজেলা ঃ দৌলতপুর, জেলা ঃ মানিকগঞ্জ।
১৪	**বড়চওনা শাখা** বড়চওনা বাজার, নামদারপুর, বড়চওনা, উপজেলাঃ সখিপুর, জেলা ঃ টাঙ্গাইল।	২৯	**ঘিওর শাখা** গ্রাম ঃ তালুকনগর, ডাকঘর ঃ তালুকনগর, উপজেলা ঃ ঘিওর, জেলা ঃ মানিকগঞ্জ।
১৫	**মধুপুর শাখা** সাথী সিনেমা হল রোড, মধুপুর, উপজেলাঃ মধুপুর, জেলা ঃ টাঙ্গাইল।	৩০	**টাঙ্গাইল সদর-২** গ্রাম ঃ বেড়াডোমা, ডাকঘর ঃ টাঙ্গাইল উপজেলা ঃ টাঙ্গাইল, জেলা ঃ টাঙ্গাইল।

সেবা'র এরিয়া অফিস সমূহ ঃ

#	এরিয়া অফিসের নাম/ঠিকানা
১.	**টাঙ্গাইল এরিয়া** বিশ্বাস বেতকা, ময়মনসিংহ রোড, উপজেলা ঃ টাঙ্গাইল সদর, জেলা ঃ টাঙ্গাইল।
২.	**কালিহাতী এরিয়া** ময়মনসিংহ রোড, কালিহাতী বাসষ্ট্যান্ড, উপজেলাঃ কালিহাতী, জেলা ঃ টাঙ্গাইল।
৩.	**মধুপুর এরিয়া** সাথী সিনেমা হল রোড, মধুপুর, উপজেলাঃ মধুপুর, জেলা ঃ টাঙ্গাইল।

#	এরিয়া অফিসের নাম/ঠিকানা
৪.	**সখিপুর এরিয়া** হাসপাতাল গেইট, হাটুভাঙ্গা রোড, সখিপুর, উপজেলাঃ সখিপুর, জেলা ঃ টাঙ্গাইল।
৫.	**কালিয়াকৈর এরিয়া** টান-কালিয়াকৈর, ডাকঘর ঃ কালিয়াকৈর উপজেলা ঃ কালিয়াকৈর, জেলা ঃ গাজীপুর।
৬.	**নাগরপুর এরিয়া** গয়হাটা রোড, নাগরপুর, উপজেলাঃ নাগরপুর, জেলা ঃ টাঙ্গাইল।

এক নজরে সেবা'র কর্ম এলাকা ঃ (জুন ২০১৪ পর্যন্ত)

ক্রমিক নং	উপজেলার নাম	পৌরসভা/ইউনিয়নের নাম	গ্রাম/মহলার সংখ্যা	পরিবারের সংখ্যা	সদস্য
১.	টাঙ্গাইল সদর	টাঙ্গাইল, ঘারিন্দা, গালা, দাইন্না, বাঘিল, মগড়া করটিয়া	১১৪	৮৬৭০	৬৬৮৭
২.	কালিহাতী	বীরবাসিন্দা, বলা, কোকডোহরা, নাগবাড়ী, পাইকড়া, এলেঙ্গা, বাংড়া, কালিহাতী, নারান্দিয়া সহদেবপুর	১৪৯	১২৩৬৫	৯১৬০
৩.	ঘাটাইল	ঘাটাইল, সন্ধানপুর, দিগড়, জামুরিয়া রসুলপুর, দেওলাবাড়ী, লোকেরপাড়া, ধলাপাড়া	১১১	৫৪৯০	৫০৪৫
৪.	গোপালপুর	ধোপাকান্দি, গোপালপুর, আলমনগর, মির্জাপুর, নগদাশিমলা	৪১	৩১৫০	১৭৮৫
৫.	মধুপুর	আলোকদিয়া, আউশনারা, অবণখোলা মির্জাবাড়ী, মধুপুর	৫২	১৯৬৫	২৪৫০
৬.	বাসাইল	ফুলকি, কাঞ্চনপুর, কাউলজানী, বাসাইল, হাবলা, কাশিল	৪৪	৮০৭০	২৫২০
৭.	দেলদুয়ার	আটিয়া, পাথরাইল, এলাসিন, বানাইল, দেলদুয়ার, ডুবাইল, লাউহাটি, ফাজিলহাটি	৪৮	৪৭৫৫	১৯৫৫
৮.	সখিপুর	বহেরাতৈল, কাকড়াজান, হাতিবান্ধা, গজারিয়া, কালিয়া, সখিপুর, যাদবপুর, পারখী, দারিয়াপুর, কালমেঘা	৮৯	২৬১০	৪৪২৫
৯.	মির্জাপুর	মির্জাপুর সদর, ফতেপুর, ভাতগ্রাম, মহেড়া, জামুর্কী, গোড়াই, ভাওড়া, লতিফপুর, তরফপুর, আগজানা, বাঁশতৈল, আনাইতারা	৫৫	৯৪৫	১৬৬০
১০.	ভূয়াপুর	ভূয়াপুর, গোবিন্দাসি, অলোয়া, ফলদা, আনাহুলা	২৯	৪১০	১৩৬০
১১.	ধনবাড়ী	ধনবাড়ী, ধোপাখালী, উখারিয়াবাড়ী, মুশুদ্দি, পাইকসা	৩৪	২৫৯	১৪৮৫
১২.	নাগরপুর	নাগরপুর, মামুদনগর, সহবতপুর, গয়হাটা, বেকড়া, মোকনা, ভাদ্রা, দপ্তিয়র	৬৩	১৭৩	১৪৫০
১৩.	ভালুকা	উথুরা, কাচিনা, ডাকাতিয়া	১৩	১৬৫	৭৪৩
১৪.	ফুলবাড়িয়া	রাঙ্গামাটিয়া, ফুলবাড়িয়া	০২	৩২	৬৭
১৫.	শ্রীপুর	গাজীপুর, হবিরবাড়ী	০৩	২৭	৭৩
১৬.	কালিয়াকৈর	কালিয়াকৈর, শ্রীফলতলী, চাপাইর, আগজানা, সুত্রাপুর, মৌচাক	৪৫	১৯৪	১২৮৭
১৭.	সাটুরিয়া	সাটুরিয়া, বলিয়াটী, ফুকরহাটী, দরগ্রাম	১৭	৫৪	১১৪০
১৮.	শিবালয়	মহাদেবপুর	০১	৭	২১০
১৯.	দৌলতপুর	মিরপুর, জিয়নপুর, কলিয়া	১৮	৬২	৮৫২
২০.	ঘিওর	ঘিওর, পয়লা, বরুটিয়া, কালিয়াখোড়া,	২৭	৯৩	৯৫৪
২১.	ধামরাই	আমতা, দরগ্রাম, পৌরসভা, কুল্লা, সোমভাগ, ভারারিয়া, বালিয়া	৫২	১৮২	১৩০২
২২.	আশুলিয়া	পাথালিয়া	০৮	২৭	৬৫
মোট	**২২**	**১২২**	**১০১৫**	**৪৯৭০৫**	**৪৬৬৭৫**

এক নজরে সেবা ঃ (জুন ২০১৪ পর্যন্ত)

১. জেলা ঃ ৫ টি
২. উপজেলা ঃ ২২ টি
৩. শাখা ঃ ৩০ টি
৪. সমিতি সংখ্যা ঃ ১৯৮৫
৫. মূল সদস্য ঃ ৪৭৪৭৮
৬. সাধারণ সদস্য ঃ ২২৫২৮
৭. ঋণী সদস্য ঃ ৩৩০৫৭
৮. সঞ্চয় স্থিতি ঃ ২৭,৭০,৭০,০৭৩/-
৯. ঋণ স্থিতি ঃ ৫৭,২৫,১২,৪৮৭/-
১০. খেলাপি (সংখ্যা) ঃ ৩৭৮
১১. খেলাপি (টাকা) ঃ ৩৯,৬২,০৭০/-
১২. সঞ্চয় আদায় হার ঃ ৯৪.৭৭%
১৩. ঋণ আদায় হার ঃ ৯৯.৮৮%

ক্রমপুঞ্জিভূত তথ্য ঃ (৩০ জুন ২০১৪ পর্যন্ত)

১. সঞ্চয় আদায় ঃ ৯২,২৬,২৮,৬২৯/-
২. সঞ্চয় উত্তোলন ঃ ৬৪,৫৫,৫৮,৫৫৬/-
৩. সঞ্চয় স্থিতি ঃ ২৭,৭০,৭০,০৭৩/-
৪. ঋণ বিতরণ ঃ ৩৭৩,৬৮,০১,০০০/-
৫. ঋণ আদায় (আসল) ঃ ৩২৩,২৪,০৯,৪৪৭/-
৬. ঋণ স্থিতি ঃ ৫০,৪৩,৯১,৫৫৩/-
৭. সারপ্লাস ঃ ১০,২৯,১৩,৮০৭/-

প্রতিষ্ঠানের সম্পদ ঃ

জমি ঃ

জেলা	উপজেলা	মৌজার নাম	জেএল	খতিয়ান নং	দাগ নং	জমির পরিমাণ
টাঙ্গাইল	টাঙ্গাইল	বিশ্বাস বেতকা	৮৭	এস এ খতিয়ান নং ৩৮২, নতুন খতিয়ান নং ১০৩, খারিজ খতিয়ান নং ৮৫৬	৭৬	৪ শতাংশ
	কালিহাতী	চারান	২১৫	১৮৬৫ আর এস খতিয়ান নং ১৫৫	২১৩৯	৯৫ শতাংশ

অফিস ইকুপমেন্ট ঃ

ক্রমিক নং	ইকুপমেন্টের প্রকার	সংখ্যা	আসবাবপত্রের প্রকার	সংখ্যা	যানবাহনের প্রকার	সংখ্যা
১.	কম্পিউটার	৮	টেবিল	২২২	মোটর সাইকেল	২৫
২.	ল্যাপটপ	৫	চেয়ার (হাতল ওয়ালা)	১৭৫	বাইসাইকেল	৭০
৩.	আই পি এস	২	আলমারী (অটবি)	৬	মোটর কার	৪
৪.	ফটোকপি মেশিন	২	ফাইল ক্যাবিনেট	৪০		
৫.	টেলিভিশন	২৪	বুক সেল্ফ	১		
৬.	ডিজিটাল ক্যামেরা	১	কম্পিউটার টেবিল	৬		
৭.	ভিসিডি	১	ষ্টিল আলমিরা	৩৮		
৮.	ভিডিও ক্যামেরা	১	চেয়ার	৩৩০		
৯.	সিলিং ফ্যান	১৬৫	সোফা সেট	৮		
১০.	সাউন্ড সিষ্টেম	১	ব্যাটারী	২		
১১.	পি.এ.বি.এক্স মেশিন	১	খাট	১৩০		
১২.	টেলিফোন	৭				
১৩.	মোবাইল	৪৪				
১৪.	টেবিল ফ্যান	৭				
১৫.	এসি	৮				

ট্রেনিং সেন্টার ঃ

ঠিকানা	আবাসিক/ অনাবাসিক	ক্লাসরুমের সংখ্যা ও ধারন ক্ষমতা	এসি/নন এসি	ডাইনিং সুবিধা	রিসোর্স পার্সন
সেবা ট্রেনিং সেন্টার বিশ্বাস বেতকা, ময়মনসিংহ রোড, টাঙ্গাইল	আবাসিক	১টি ৩০ জন	এসি	আছে	আছে

ট্রেনিং সেন্টার ঃ

ক্রমিক নং	উপকরণের প্রকার/নাম	পরিমাণ
১.	চেয়ার	৩০
২.	ট্রেনিং টেবিল	২
৩.	বোর্ড	৩
৪.	কম্পিউটার	১
৫.	টেলিভিশন	১
৬.	ডিজিটাল ক্যামেরা	১
৭.	ভিসিডি	১
৮	ভিডিও ক্যামেরা	১
৯.	সাউন্ড সিস্টেম	১
১০.	মাল্টিমিডিয়া (প্রজেক্টর)	১
১১.	আই পি এস	১
১২.	এসি	২
১৩.	সিলিং ফ্যান	৬
১৪.	ওয়াল ফ্যান	২

মানব সম্পদ উন্নয়ন

টেকসই উন্নয়নে মানব সম্পদের গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ ব্যক্তিপর্যায়ের উদ্যোগ ও উদ্যমের ভূমিকাই বেশি কার্যকর বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট সকলের মূল্যবোধ, বিশ্বাস, আচরণ, দৃষ্টিভঙ্গি ও সচেতনতাবোধ এবং প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কৃতিতে ইতিবাচক পরিবর্তনের জন্য দক্ষ ও সক্রিয় জনশক্তি অত্যন্ত জরুরী। আর এজন্য যা করতে হবে তা হলো সকল ব্যক্তিকে সংস্কৃতি সহায়ক সম্পদে রূপান্তর করা। এই সম্পদে রূপান্তর করার ব্রত নিয়েই অগ্রসর হচ্ছে সেবা'র মানব সম্পদ উন্নয়ন কর্মসূচি। সেবা মনে করে মানব সম্পদ উন্নয়ন সূচকে এখনও বাংলাদেশ অনেকটা পিছিয়ে। ফলে এই বিশাল জনগোষ্ঠি বর্তমানে দেশের বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বেকার সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে। অধিক জনসংখ্যা দেশের জন্য তখনই বোঝা হয়ে দাঁড়ায়, যখন তাদেরকে জনসম্পদে রূপান্তর করা না যায়। পক্ষান্তরে এই বিশাল জনগোষ্ঠিকে যদি জন সম্পদে রূপান্তর করা যায় তবেই দেশ থেকে দারিদ্র দূরীকরণ সম্ভব হবে। এ কাজটি করতে পারলে উন্নয়নের অপরাপর সূচকের পরিপূর্ণতা নিশ্চিত করা সহজতর হবে। কাজেই মানুষের শক্তিকে সম্পদে রূপান্তর বিষয়টি আজকের সময়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চাহিদা। তাই সেবা তার অভীষ্ট জনগোষ্ঠিকে সম্পদে পরিণত করার লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

উদ্দেশ্য ঃ

- ❒ জনশক্তিকে সম্পদে রূপান্তর করা
- ❒ কর্মসহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করা
- ❒ সাংগঠনিক আচরণ ও সংস্কৃতির চর্চা নিশ্চিত করা
- ❒ ব্যক্তির সুপ্ত প্রতিভা জাগিয়ে তোলা
- ❒ মানব সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা
- ❒ নৈতিকতা, সততা, নিষ্ঠা ও ইতিবাচক মনোভাব সহায়ক মৌলিক মূল্যবোধের চর্চা করা।

কার্যাবলী ঃ

- ❖ উপকারভোগীদের উন্নয়নের জন্য সচেতনতা ও সহযোগিতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ
- ❖ কর্মীদের প্রশিক্ষণ, ওরিয়েন্টেশন, রিফ্রেসার্স কোর্সের মাধ্যমে দক্ষ করে গড়ে তোলা
- ❖ কর্মীদের স্থায়ীকরণ, পদোন্নতি এবং বিভিন্ন প্রকার প্রণোদনা
- ❖ সকলক্ষেত্রে ইমপ্যাক্ট যাচাই করা ও পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

সেবা দু'টি আঙ্গিকে মানব সম্পদ উন্নয়ন করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে যেমন;

১. কর্মী উন্নয়ন

২. অভীষ্ট জনগোষ্টির উন্নয়ন

১. কর্মী উন্নয়ন ঃ

প্রতিষ্ঠানের সাংগঠনিক কাঠামোকে শক্তিশালীকরণ ও গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠির উন্নয়নের জন্য গৃহীত কার্যক্রমকে এগিয়ে নিতে সেবা'র বিভিন্ন স্তরের কর্মীদের উন্নয়ন একটি চলমান প্রক্রিয়া। এই চলমান প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে সেবা'র প্রশিক্ষণ বিভাগ প্রয়োজন অনুযায়ী প্রশিক্ষণ পরিচালনা করে থাকে। প্রশিক্ষণ বিভাগের মাধ্যমে "প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরুপণ" করার পর প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা হয়। এছাড়া অধিকতর উন্নত প্রশিক্ষণের প্রয়োজনে বিভিন্ন দাতা সংস্থা ও সহযোগি সংগঠনসমূহ যেমন; সি.ডি.এফ, এফ.এন.বি, বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন (বিএনএফ) ও মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি (এম.আর.এ) থেকে সেবা'র কর্মকর্তা ও কর্মীদের প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করানো হয়ে থাকে। সেবার বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তাবৃন্দকে বিভিন্ন সেমিনার এবং ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণের সুযোগ দিয়ে তাদের অভিজ্ঞতা, দক্ষতা ও সার্বিক জ্ঞান বৃদ্ধির প্রয়াস চালানো হয়। সেবা নিম্নোক্ত প্রশিক্ষণ চক্রের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ পরিচালনা করে থাকে।

প্রশিক্ষণ চক্র ঃ

২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে কর্মী ওরিয়েন্টেশন ও প্রশিক্ষণ প্রদান সংক্রান্ত তথ্য ঃ

ক্রমিক নং	ওরিয়েন্টেশ/প্রশিক্ষণের বিষয়	জন (সংখ্যা)	মন্তব্য
১.	Survey, Savings & Loan	৩৩০	১০ ব্যাচ
২.	Foundation Training	১০৮	৬ ব্যাচ
৩.	Pree Sevice orientation	১২২	৫ ব্যাচ
৪.	Microcredit Management	৯৫	৩ ব্যাচ
৫.	Clints Satisfaction	১২০	৪ ব্যাচ

২. অভীষ্ট জনগোষ্ঠির উন্নয়ন ঃ

সমাজের তথা দেশের উন্নয়ন করতে হলে সর্বপ্রথম তৃণমূল পর্যায়ের মানুষের উন্নয়ন করতে হবে। এই উপলব্ধি থেকে সেবা তার অভীষ্ট জনগোষ্ঠি/দলীয় সদস্যদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য সচেতনতামূলক বিভিন্ন ধরণের প্রশিক্ষণ, আলোচনা সভা, বিষয় ভিত্তিক ওরিয়েন্টেশন ও পরামর্শ সভার আয়োজন করে থাকে। এটি সেবা'র একটি কর্ম-ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। সাধারণত সমিতির সাপ্তাহিক সভার দিন এই আলোচনা ও পরামর্শ সভা করা হয়ে থাকে।

২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে দলীয় সদস্যদের ওরিয়েন্টেশন প্রদান সংক্রান্ত তথ্য ঃ

ক্রমিক নং	ওরিয়েন্টেশনের বিষয়	জনসংখ্যা
১.	প্রাথমিক স্বাস্থ্য সুরক্ষা বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন	৩৩৫
২.	দলীয় সদস্যদের মাঝে আন্ত:সম্পর্কের উন্নয়ন	২৪০
৩.	সমিতির শৃঙ্খলা রক্ষায় করণীয়	৮৩০
৪.	যৌতুক, তালাক ও বহুবিবাহ সংক্রান্ত	৬৬০
৫.	নবজাতক শিশুর স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও খাদ্য বিষয়ে সচেতনতা	৪৪০
৬.	বৃক্ষরোপণ ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় করণীয় বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন	২৬০

২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের দলীয় সদস্যদের বিভিন্ন আয়মূলক কাজে পরামর্শ সভা ও প্রশিক্ষণ প্রদান সংক্রান্ত তথ্য ঃ

ক্রমিক নং	প্রশিক্ষণ/ওরিয়েন্টেশনের বিষয়	জন (সংখ্যা)
১.	ঋণের টাকা উৎপাদনশীল খাতে ব্যবহার বিষয়ক পরামর্শ সভা	১৫৪০
২.	দারিদ্র দূরীকরণে ছাগল পালন বিষয়ক সচেতনতামুলক আলোচনা সভা	৩০৫০
৩.	মৎস চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ	৮৩০
৪.	কৃষি সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন	৫৭৪৫
৫.	হাঁস-মুরগি পালন বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১৫৩০
৬.	গরু মোটাতাজাকরণ ও গাভী পালন বিষয়ক আলোচনা সভা	১২৫০
৭.	ঝড়েপড়া শিশুদের বিদ্যালয়গামীকরণ বিষয়ক পরামর্শ সভা	৭৮০
৮.	যৌতুকের ভয়াল থাবা থেকে মুক্তির উপায় বিষয়ক আলোচনা সভা	১৩৮০
৯.	তাঁত শিল্পে সহায়তা ও উন্নয়ন বিষয়ক পরামর্শ সভা	২৪৬০

Staff Training Plan 2014-2015

Month	Name of Training	Participants Level	Duration	Course	Participants
July	Competency Development	Weak staff	01 day	1	30
	Pre-Service Orientation	For recruiting	01 day	1	40
August	Foundation Training	New staff	04 days	1	25
September	Pre-Service Orientation	For recruiting	01 day	1	40
	Strategic Management	ABO/BO/ABM	01 day	1	35
	CRS Training	New staff	01 day	6	150
October	Foundation Training	New staff	04 days	1	25
November	Client Protection Principles	AM/BM	01 day	1	22
	Client Protection Principles	AM/BM	01 day	1	22
December	Pre-Service Orientation	For recruiting	01 day	1	40
January	Foundation Training	New staff	04 days	1	25
	Responsibility Development	A/C	01 day	1	30
February	Pre-Service Orientation	For recruiting	01 day	1	40
March	Foundation Training	New staff	04 days	1	25
April	Pre-Service Orientation	For recruiting	01 day	1	40
	External Training	BM & High officials	01 day	1	40
May	Foundation Training	New staff	04 days	1	25
	Monitoring and Supervision	ABO/BO/ABM	01 day	1	35
June	Leadership Development	A/C	01 day	1	30

ওরিয়েন্টেশন (দলীয় সদস্য) ঃ

ক্রমিক নং	ওরিয়েন্টেশনের বিষয়	জনসংখ্যা
১.	প্রাথমিক স্বাস্থ্য বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন	৩৫০
২.	দলীয় সদস্যদের মাঝে আন্ত:সম্পর্কের উন্নয়ন	৩০০
৩.	সমিতির শৃঙ্খলা রক্ষায় করণীয়	১২০০
৪.	যৌতুক, তালাক ও বহুবিবাহ সংক্রান্ত	৮৫০
৫.	নবজাতক শিশুর স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও খাদ্য বিষয়ে সচেতনতা	৬৫০
৬.	বৃক্ষরোপণ ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় করণীয় বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন	৪৫০

ট্রেনিং (দলীয় সদস্য) ঃ

ক্রমিক নং	প্রশিক্ষণ/ওরিয়েন্টেশনের বিষয়	জন (সংখ্যা)
১.	ঋণের টাকা উৎপাদনশীল খাতে ব্যবহার	২২৫০
২.	দারিদ্র দূরীকরণে ছাগল পালন	৩৫০০
৩.	মৎস চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১০০০
৪.	কৃষি সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন	৭৫০০
৫.	হাঁস-মুরগি পালন বিষয়ক প্রশিক্ষণ	২৫০০
৬.	গরু মোটাতাজাকরণ ও গাভী পালন	১৫০০
৭.	ঝড়েপড়া শিশুদের বিদ্যালয়গামীকরণ	৯৫০
৮.	যৌতুকের ভয়াল থাবা থেকে মুক্তির উপায়	১৮৫০

দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল (MDG) এর প্রধান লক্ষ্যই হলো দারিদ্র সীমার নীচে অবস্থানকারী জনগোষ্ঠির আয়বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন করা। এক্ষেত্রে বিভিন্ন উদ্যোগের পাশাপাশি এনজিও'রা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এছাড়াও মূখ্য ভূমিকা রয়েছে প্রবাসী আয়, গার্মেন্টস্ শিল্প, ঔষধ শিল্প ইত্যাদি। তবে গবেষণা করে দেখা গিয়েছে এতে দারিদ্রতা কিছুটা কমলেও ধনী-দরিদ্রের বৈষম্যের তেমন কোন উন্নতি হয়নি। কাজেই সমাজ থেকে দারিদ্র বিমোচনের জন্য প্রয়োজন বিভিন্ন প্রকার সমন্বিত কর্মসূচি পরিচালনা করা। সেবা বিশ্বাস করে দারিদ্রকে আরও সন্তোষজনক পর্যায়ে নামিয়ে আনতে হলে ধনী দরিদ্রের বৈষম্য এবং বেকারত্বের হার কমিয়ে আনতে হবে। আর এজন্য প্রয়োজন উৎপাদনমূখি কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করা এবং এই প্রক্রিয়ায় দরিদ্রের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা। তবেই দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রকৃত উন্নয়ন সম্ভব হবে। উল্লেখ্য, আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে এনজিওদের ভূমিকা অনেক। দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার চিত্র বিশ্লেষণ করলে সহজেই এ বিষয়টি অনুমান করা যায়। এনজিওগুলো এদেশের বেকারত্বের একটি বিরাট অংশকে চাকুরীর সুযোগ দানের মাধ্যমে দেশের বেকার সমস্যার সমাধানসহ নতুন নতুন কর্মসূচি পরিচালনা ও প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে দিচ্ছে। এক্ষেত্রে সেবা সংস্থাও সাধ্যমত চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। সেবা বিশ্বাস করে এসব দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে দারিদ্রের কষাঘাত থেকে বের করে আনতে হলে নতুন বৈচিত্রময় আয়ের উৎস তৈরী বা নতুন নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা প্রয়োজন। আর এ জন্যে সর্বাগ্রে প্রয়োজন তাদের সচেতনতা ও দক্ষতা উন্নয়নের পাশাপাশি প্রয়োজনীয় পুঁজি বা মূলধনের যোগান দেয়া। আর এ উপলদ্ধি থেকেই সেবা ১৯৯৮ সাল থেকে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে এবং এই কার্যক্রমের আওতায় নিম্নলিখিত কর্মসূচিগুলো পরিচালনা করে যাচ্ছে ঃ

কর্মসূচি ঃ

- সমিতি গঠন
- সঞ্চয় তহবিল গঠন
- গৃহায়ন প্রকল্প
- প্রতিবন্ধী সনাক্তকরণ প্রকল্প
- ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ প্রকল্প
- স্বাস্থ্য উন্নয়ন প্রকল্প
- কৃষির উন্নয়ন
- গণসচেতনতামূলক কার্যক্রম
- দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রকল্প
- ভিজিডি
- ক্ষুদ্রঋণ প্রকল্প

সমিতি গঠন ঃ

কর্ম এলাকার অবহেলিত, অসচেতন ও সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠী বিশেষ করে তৃণমূল পর্যায়ে মহিলাদের সংগঠিত করে সমিতি গঠন করে থাকে। সেবা বিশ্বাস করে যে, অসচেতন ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষদের মধ্যে যদি সচেতনতা বৃদ্ধি এবং তাদের কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করা যায় তবেই ব্যক্তির তথা সমাজের ও দেশের উন্নয়ন সম্ভব। সেবার সকল উদ্যোগের মূলে রয়েছে সমিতি। সমিতির সদস্যদের সামাজিক সহায়তা, ক্ষুদ্রঋণ সেবা এবং স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হয়। সমিতির সদস্যরা সাপ্তাহের নির্দিষ্ট দিনে ঋণ চাহিদা উপস্থাপন, কিস্তি প্রদান, সঞ্চয় জমা প্রভৃতি কাজ সম্পন্ন করেন। ঋণ গ্রহীতারা যাতে ঋণের অর্থ উৎপাদনশীল খাতে ব্যবহার করতে পারেন, সেজন্য তাদেরকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করা হয়। এযাবত ১৯৮৫ টি সমিতির মাধ্যমে সেবা সংস্থা দরিদ্রদের জন্য পরিচালিত বিভিন্ন অর্থনৈতিক ও সামাজিক কর্মকান্ড পরিচালনা করছে এবং এই সমিতিগুলোতে অংশগ্রহণের মাধ্যমে অভীষ্ঠ জনগোষ্ঠিরা নিজেদের ভাগ্যের উন্নয়ন ঘটাচ্ছেন।

সমিতি সংক্রান্ত তথ্য ঃ (৩০ জুন ২০১৪ পর্যন্ত)

সমিতি	সংখ্যা
পুরুষ সমিতি	১৯৭
মহিলা সমিতি	১৭৮৮
মোট ঃ	**১৯৮৫**

সঞ্চয় তহবিল গঠন ঃ

আত্মনির্ভরশীলতার অন্যতম পূর্বশর্ত হলো নিজের অর্থ ও সম্পদ নিজেই বিনিয়োগের মাধ্যমে উপার্জন করা। এক্ষেত্রে সঞ্চয়ের কোন বিকল্প নেই। সাধ্যমত সঞ্চয় করে নিজের পুঁজি নিজেই ব্যবহারের মাধ্যমে ধীরে ধীরে স্বনির্ভর হওয়া যায়। এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে সেবা তার সদস্যদের সঞ্চয়ের প্রতি আগ্রহী করে তোলে। সদস্যদের মধ্যে সঞ্চয়ী মনোভাব সৃষ্টির জন্য এবং সঞ্চয়কে নিরাপদ রাখার জন্য সেবা সদস্যেদের সঞ্চয় করানোর মাধ্যমে সঞ্চয় তহবিল গঠন করে থাকে। সঞ্চয়ের অর্থ যে কোন দূর্দিনেও তারা ব্যবহার করতে পারে। জমাকৃত সঞ্চয়ের বিপরীতে প্রতি বছর দুই বার সদস্যরা মুনাফা পেয়ে থাকে।

বিগত ৫ বছরের সঞ্চয় বৃদ্ধির চিত্র নিম্নরূপঃ

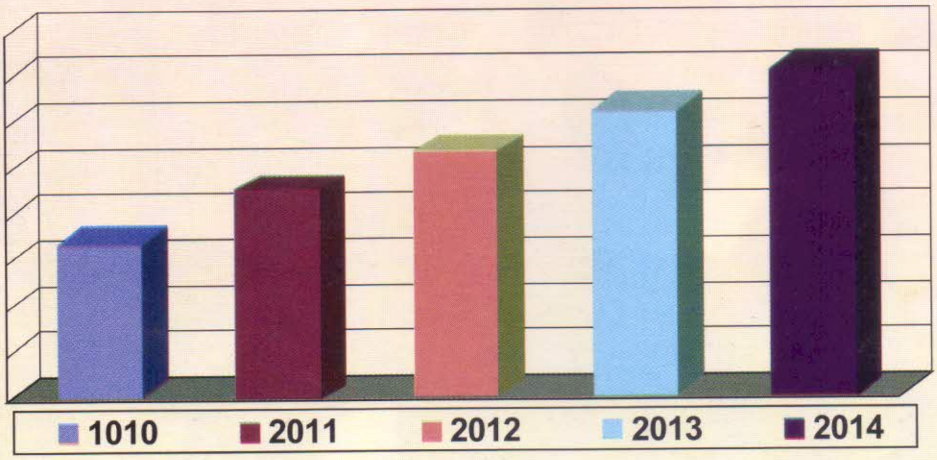

ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি

ক্ষুদ্রঋণ ঃ

দারিদ্রের দুষ্টচক্র থেকে সাধারণ মানুষকে মুক্ত করার অন্যতম হাতিয়ার হলো ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি। কাজেই বাংলাদেশের বিশাল জনগোষ্ঠিকে দারিদ্রতার কবল থেকে মুক্ত করতে হলে ক্ষুদ্রঋণের কোন বিকল্প নেই। আবার বাংলাদেশের যেক'টি সেক্টর বর্হিবিশ্বে দেশের ভাবমূর্তি উজ্জল করেছে এর মধ্যে ক্ষুদ্রঋণ অন্যতম। ক্ষুদ্রঋণের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির ক্ষেত্রে অবদান রাখছে। সমীক্ষায় দেখা গেছে অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায় হল মূলধন ও কর্মের অভাব। কারণ দারিদ্র মানুষ ব্যাংকিং প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে পারে না। তাদের জামানত দেয়ার মত তেমন কিছু নেই। কাজেই প্রচলিত ব্যাংক ব্যবস্থায় দারিদ্র মানুষকে ঋণ প্রদানে অনীহা পরিলক্ষিত হয়। নারীদের ক্ষেত্রে এই অনীহা আরও প্রকট। পূঁজির অভাবে তারা দেশের সার্বিক উন্নয়নে তেমন কোন ভূমিকা রাখতে পারছে না। এই উপলব্ধি থেকে ক্ষুদ্রঋণের উদ্ভব হয়। ক্ষুদ্রঋণ ব্যবস্থায় দরিদ্র মানুষ তথা দরিদ্র নারীকে উন্নয়নের কেন্দ্র বিন্দুতে রাখা হয়েছে।

এরকম পটভূমি এবং লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই সেবা ১৯৯৮ সাল থেকে দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করে ঋণ সহায়তা দেয়ার জন্য টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ, গাজীপুর মানিকগঞ্জ ও ঢাকা, জেলার ২২টি উপজেলায় ৩০টি শাখার মাধ্যমে ১২২টি ইউনিয়নের ১০১৯টি গ্রামের ৫০৪৯৫টি উপকারভোগী পরিবারের মাঝে এপর্যন্ত ৩৭৩,৬৮,০১,০০০/= টাকা ঋণ বিতরণ করেছে। সহজ শর্তে ঋণ বিতরণ করায় অভীষ্ট জনগোষ্ঠীর মাঝে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দিপনার সৃষ্টি হয়েছে। ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে সদস্যদের দৈনন্দিন আয় বৃদ্ধি পাওয়ায় তাদের সামাজিক মর্যাদাও বৃদ্ধি পেয়েছে। পরিবারের সদস্যদের মাঝে সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটেছে এবং উন্নয়ন কর্মকান্ডে মহিলাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ উন্নয়ন ধারাকে আরও তরান্বিত করেছে। এই ঋণ কার্যক্রমের আরও বিস্তৃতি ঘটানোর লক্ষ্যে ২০১৪-১৫ অর্থবছরে সেবা'র আরও ৫টি শাখা বৃদ্ধির কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে।

ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঃ

- ✦ দারিদ্র বিমোচন ও সামাজিক উন্নয়ন
- ✦ ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা সৃষ্টি
- ✦ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি
- ✦ ব্যবসা-বাণিজ্যের পরিধি সম্প্রসারণ
- ✦ আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডে নারীদের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি
- ✦ নারীর ক্ষমতায়ন
- ✦ কৃষি খাতের উন্নয়ন
- ✦ খাদ্য নিরাপত্তার নিশ্চিত করণে সহযোগিতা

সেবা ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচিকে দুই ভাগে বিভক্ত করে মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়ন করে থাকে, যেমন;

(১) MC (Micro Credit)
(২) ME (Micro Enterprise)

MC এর উদ্দেশ্য ঃ

- → দারিদ্রের দুষ্টচক্রকে প্রতিরোধ করা।
- → কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা
- → দরিদ্র মানুষের নিজের শ্রম নিজের কাজে বিনিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি
- → মহাজনী শোষণের হাত থেকে সদস্যদের রক্ষা করা
- → তৃণমূল পরিবারে নারীদের ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি করা
- → বাড়তি আয়ের উৎস সৃষ্টি করা
- → কর্মক্ষমতা ও দক্ষতার প্রয়োগ ঘটানো।

ME এর উদ্দেশ্য ঃ

- → কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা
- → ক্ষুদ্র ব্যবসা বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রকল্পের পরিধি সম্প্রসারণ করা
- → মানসম্মত পণ্যের উৎপাদন ও ব্যবহার নিশ্চিত করা
- → উদ্যোগীদেরকে উন্নয়নে সম্পৃক্তকরণ
- → উৎপাদনমূখী উদ্যোগ গ্রহণে উৎসাহিত করা।

প্রতিষ্ঠানের ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির আওতায় ঋণের খাতগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

ক্ষুদ্র ব্যবসা ঃ

ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির আওতায় খাতওয়ারী যে সকল ঋণ বিতরণ করা হয় তারমধ্যে ক্ষুদ্র ব্যবসা অন্যতম। ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী যারা প্রচলিত ব্যাংকিং ব্যবস্থায় ঋণ সুবিধা থেকে বঞ্চিত কিন্তু ছোট খাট ব্যবসা করে নিজে আত্মনির্ভরশীল হতে চায় তাদেরকে এই খাতে ঋণ প্রদান করা হয়ে থাকে।

এ খাতে ঋণ বিতরণের উদ্দেশ্য হলোঃ

- ব্যবসায়ের প্রসার ঘটানো
- সদস্যদের আত্মনির্ভরশীল করে তোলা
- গ্রামীণ অর্থনীতির ভীত মজবুত করতে সহায়তা প্রদান
- প্রত্যন্ত অঞ্চলে অর্থের তারল্য বৃদ্ধিতে সহায়তা
- নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র প্রাপ্তিতে সহজলভ্যতা।

সেবা কর্তৃক ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে ক্ষুদ্র ব্যবসায় ১৪৭৭৯ জন সদস্যর মাঝে ৩৪,০৮,৬৬,০০০/- টাকা ঋণ বিতরণ করেছে।

তাঁত শিল্প ঃ

বিভিন্ন পেশাজীবি নারী-পুরুষদের নিয়ে সেবা'র সমিতি গঠন করা হয়ে থাকে। সেবা'র বর্তমান কর্ম এলাকার সদস্যদের মধ্যে একটি বড় অংশ এই শিল্পের সাথে জড়িত। সেবা'র বল্লা, পাথরাইল, আইসড়া ও বাসাইল শাখার মাধ্যমে বাংলাদেশের ঐতিহ্য তাঁত শিল্পের উন্নতি কল্পে তাঁতীদের মাঝে ঋণ বিতরণ করছে। তাছাড়া তাঁত শিল্পের আধুনিকায়নের জন্য সদস্যদের নিয়ে মাঝে মাঝে আলোচনা সভা ও পরামর্শ সভা করা হয়ে থাকে। এর ফলে কাপড়ের গুণগতমান, রং, সুতার ব্যবহার, ডিজাইন এবং বাজারজাতকরণ সম্পর্কে সচেতনতা বেড়েছে এবং তারা তৈরীকৃত পণ্যের যথাযথ মূল্য পাচ্ছে। এদের মধ্যে অনেকেই ক্ষুদ্র উদ্যোক্তায় পরিণত হয়েছে। এই শিল্পে মহিলা-পুরুষ যৌথভাবে কাজ করার ফলে সদস্যদের মধ্যে জেন্ডার সংবেদনশীলতাও বৃদ্ধি পেয়েছে। সেবা ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে তাঁত শিল্পের উন্নয়নে ১৯৮৬ জন সদস্যকে ৭,৯৪,৪০,০০০/- টাকা ঋণ বিতরণ করেছে।

তাঁত শিল্পে ঋণ কার্যক্রম পরিচালনার উদ্দেশ্য ঃ

- তাঁত শিল্পের ঐতিহ্য টিকিয়ে রাখা
- দেশীয় বস্ত্রের ব্যবহার বাড়ানো
- তাঁতীদের উন্নয়ন
- কর্মসংস্থান সৃষ্টি।

কৃষি ঃ

বাংলাদেশের বিপুল জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তা, জীবন যাত্রার মানোন্নয়ন, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি ইত্যাদি বিষয় কৃষির অগ্রগতির সংগে প্রত্যক্ষ ভাবে জড়িত। এখনো বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি কৃষি খাতের উপর নির্ভরশীল। জাতীয় উন্নয়ন ও অগ্রগতির ক্ষেত্রে কৃষিখাত এখনো সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার পেয়ে থাকে। দেশের শ্রম শক্তির প্রায় অর্ধেক কৃষি খাতে নিয়োজিত। কিন্তু এই কৃষি খাতে নির্ভরতা ও সম্ভাবনার পাশাপাশি বিভিন্ন ধরণের ঝুঁকি রয়েছে। যেমন প্রাকৃতিক দূর্যোগ, জমির অপ্রতুলতা, উন্নত কৃষি প্রযুক্তি ও উপকরণের অভাব। এদেশের দারিদ্র বিমোচন করতে হলে সর্বাগ্রে প্রয়োজন কৃষি সেক্টরের উন্নয়ন সাধন করা। দরিদ্র জনগণের উন্নয়ন তখনই সম্ভব হবে যখন তাদের খাদ্যের চাহিদা পূরণ হবে। সেই লক্ষ্যে সেবা তার কর্ম এলাকা গুলোতে ১৯৯৮ সাল থেকে সহজ শর্তে কৃষি খাতে ঋণ বিতরণ করে আসছে। সেবা ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে ৬৭৯৯ জন সদস্যকে কৃষি কাজে প্রযুক্তি সহায়তা এবং ১৭,২০,১৩,০০০/- টাকা ঋণ বিতরণ করেছে।

কৃষিখাতে ঋণ সহায়তার উদ্দেশ্য ঃ

❒ কৃষির উৎপাদন সম্প্রসারণ ও বৃদ্ধি
❒ দেশের খাদ্য চাহিদা পূরণ
❒ কৃষকদের জীবন মানের উন্নয়ন
❒ কৃষি প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ানো
❒ শস্যের বহুমূখীতা নিশ্চিতকরণ।

রিক্সা/ভ্যান ক্রয়ে ঋণ সহায়তা ঃ

সদস্যদের দ্রুত স্বনির্ভর করার জন্য রিক্সা/ভ্যান ক্রয় খাতে ঋণ প্রদান অত্যন্ত উপযোগি একটি খাত। এ খাতের অভীষ্ঠ জনগোষ্ঠী হলো গ্রাম ও শহর এলাকার দরিদ্র সেই সব মানুষ যারা ভাড়ায় অন্যের রিক্সা/ভ্যন চালায়। সামান্য পুঁজির অভাবে তারা নিজেরা রিক্সা/ভ্যান ক্রয় করতে পারে না। তাছাড়া গ্রাম এলাকায় উৎপাদিত পণ্য পরিবহনের জন্য এখনো বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ রিক্সা/ভ্যান ব্যবহার করে থাকে। কাজেই সামাজিক ও আর্থিক গতিশীলতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে রিক্সা/ভ্যানের অনেক অবদান রয়েছে। এজন্য সেবা দরিদ্র সদস্যদের দৈনন্দিন আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে রিক্সা/ভ্যান ক্রয় খাতে ঋণ বিতরণ করে থাকে। এখাতে ঋণ নেয়ার প্রধান সুবিধা হলো দৈনিক আয় করা যা দিয়ে দৈনন্দিন খরচ চালানোর পাশাপাশি সাপ্তাহিক কিস্তি পরিশোধ করে আত্মনির্ভরশীল হওয়া যায়। সেবা সংস্থা ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে ভ্যান ক্রয়ের জন্য ১২৪৫ জন সদস্যের মাঝে ২,৩০,১০,০০০/- টাকা ঋণ বিতরণ করেছে।

রিক্সা/ভ্যান খাতে ঋণ সহায়তার উদ্দেশ্য ঃ

❒ গ্রামীণ যোগাযোগ ব্যবস্থার সহজীকরণ
❒ উৎপাদন পরিবহন ও পণ্যের আদান-প্রদান সহজীকরণ
❒ কর্মসংস্থান সৃষ্টি
❒ আত্মনির্ভরশীলতা অর্জন।

গবাদি পশু পালন ঃ

গ্রাম এলাকার প্রান্তিক চাষী যারা গবাদি পশু পালন করে নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তন করতে চায় বা আত্মনির্ভরশীল হতে চায় সেবা তাদেরকে ঋণ প্রদানে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে। কারণ, বাংলাদেশে প্রোটিনের চাহিদা পূরণের জন্য গবাদি পশুর ভূমিকা অপরিসীম। যদিও বাংলাদেশের অনেক মানুষ গবাদি পশু পালন করে, কিন্তু তা চাহিদার তুলনায় অনেক কম। দেশে প্রোটিনের চাহিদা পূরণ করতে হলে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে গবাদি পশু পালন করতে হবে। সেই লক্ষ্যে সেবা তার সদস্যদের মাঝে গবাদি পশু পালন খাতে ঋণ বিতরণের পাশাপাশি বিভিন্ন প্রশিক্ষণ, পরামর্শ সভা, আলোচনা সভা করে সচেতনতা বৃদ্ধি করে থাকে। এতে সদস্যরা উদ্বুদ্ধ হয়ে গবাদি পশু পালন খাতে ঋণ নিয়ে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে উন্নত জাতের গবাদি পশু পালন করছে। আবার কেউ কেউ বাণিজ্যিক ভাবে গবাদি পশু পালন করছে এর মধ্যে গাভী পালন ও গরু মোটাতাজাকরণ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সেবা ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে গবাদীপশু পালনের জন্য ২৪৭৯ জন সদস্যের মাঝে ৭,৪৩,৩৩,০০০/- টাকা ঋণ বিতরণ করেছে।

গবাদীপশু পালনে ঋণ সহায়তার উদ্দেশ্য ঃ

- ❖ প্রাণীজ আমিষের চাহিদা পুরণ ও পুষ্টিমান বৃদ্ধিকরণ
- ❖ অর্থনৈতিক উন্নয়ন
- ❖ দুধ ও দুগ্ধজাত খাদ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি
- ❖ চামড়া ও চামড়াজাত শিল্পের উন্নয়ন
- ❖ কর্মসংস্থান সৃষ্টি।
- ❖ আত্মনির্ভরশীলতা অর্জন

হাঁস-মুরগি পালনে ঋণ সহায়তা ঃ

তৃণমুল পর্যায়ে দেশের বেশিরভাগ মানুষ পরিকল্পিতভাবে হাঁস-মুরগি পালন এবং এর আয় ব্যয় হিসেব করেনা। ফলে উৎপাদনের পূর্ণ সুফল ভোগ করতে ব্যর্থ হয়। সেবা মনে করে তাদেরকে যদি প্রশিক্ষণ ও পরামর্শ দিয়ে সচেতন করা যায় এবং বৈজ্ঞানিক ভাবে হাঁস-মুরগি পালনের জন্য উৎসাহিত করা যায় তবে দরিদ্র মানুষের উন্নয়নের পাশাপাশি তা দেশের উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারে। ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে সেবা সংস্থা ২৫১৭ জন সদস্যকে হাঁস-মুরগি পালনে ৩,৭৭,৫৩,০০০/- টাকা বিতরণ করেছে।

উদ্দেশ্য সমূহ ঃ

❖ নারীদের ক্ষমতায়ন, ❖ কর্মসংস্থান সৃষ্টি, ❖ পুষ্টির চাহিদা পূরণ,
❖ সারাদেশে প্রাণিজ প্রোটিনের চাহিদা পূরণ, ❖ আত্মনির্ভরশীলতা অর্জন।

গৃহায়ন ঋণ ঃ
মানুষের মৌলিক চাহিদার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে আবাসন। অপরিকল্পিত ভাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে এই সমস্যা দিন দিন প্রকটাকার ধারণ করছে। বর্তমানে বাংলাদেশে আবাসন সমস্যা একটি বড় চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। গৃহ নির্মাণ সামগ্রীর দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় স্বল্প আয়ের মানুষের পক্ষে গৃহ নির্মাণ দুঃসাধ্য হয়ে পড়েছে। কাজেই সেবা তার সদস্যদের মাঝে ক্ষুদ্র ঋণের পাশাপাশি গৃহ নির্মাণ খাতেও ঋণ বিতরণ করে আসছে। ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে সেবা নিজস্ব তহবিল হতে ২২৭৯ জন সদস্যকে তাদের আবাসন সমস্যা সমাধানে ১১,৩৯,৫০,০০০/- টাকা ঋণ বিতরণ করেছে।

নলকূপ স্থাপন ঋণ ঃ
নিরাপদ পানি ব্যবহারের লক্ষ্যে নলকূপ স্থাপনের জন্য সেবা ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে ১৬০৬ জন সদস্যকে ১,৬০,৪৫,০০০/- টাকা ঋণ বিতরণ করেছে। নিরাপদ পানি বলতে সাধারণত রোগ জীবানু মুক্ত, আর্সেনিক মুক্ত এবং এ জাতীয় বিষাক্ত উপাদান মুক্ত পানিকে বুঝায়। কিন্তু বাংলাদেশের সর্বত্রই নিরাপদ পানির অভাব রয়েছে বিধায় বিভিন্ন পানিবাহিত রোগ-বালাই লেগেই রয়েছে। এর জন্য যে বিষয়টি সর্বাগ্রে প্রয়োজন তা হলো নিরাপদ পানির ব্যবহার সম্পর্কিত সচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং নিরাপদ পানির উৎস সৃষ্টি করা। তাই সেবা সদস্যদেরকে এবং সদস্যদের মাধ্যমে সবাইকে নিরাপদ পানির ব্যবহার সম্পর্কে সচেতন করে আসছে এবং সদস্যদের মাঝে সহজ শর্তে নলকূপ খাতে ঋণ বিতরণ করে আসছে।

উদ্দেশ্য সমূহ ঃ
* বিশুদ্ধ পানির ব্যবহার নিশ্চিতকরণ
* পানি বাহিত রোগ প্রতিরোধকরণ ও পারিবারিক স্বাস্থ্য সুরক্ষা

স্যানিটেশন ঋণ ঃ

স্বাস্থ্যকর পরিবেশে সুস্থ্যভাবে বেঁচে থাকার সহায়ক হলো স্যানিটেশন। স্যানিটেশন এর মূল অর্থ হলো স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য স্বাস্থ্য সম্মত ভাবে জীবন যাপন প্রক্রিয়া। কিন্তু বাংলাদেশের স্যানিটেশন ব্যবস্থা এখনো অত্যন্ত নাজুক পর্যায়ে রয়ে গেছে। যদিও স্বাধীনতা উত্তর সরকারি বে-সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এ ব্যাপারে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। তবে আশার কথা হলো, বাংলাদেশের মানুষ এখন এ ব্যাপারে অনেক সচেতন। এনজিও গুলো এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। সেবাও পিছিয়ে নেই। সেবা সূচনা লগ্ন থেকেই সদস্যদের সচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি এখাতে সহজ শর্তে ঋণ বিতরণ করে আসছে। সেবা সংস্থা ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে সদস্যদের স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানার ব্যবহার বৃদ্ধি ও উদ্বুদ্ধকরণ প্রশিক্ষণসহ ২৭৬৮ জন সদস্যকে ৩,৩২,১৭,০০০/- টাকা ঋণ বিতরণ করেছে।

উদ্দেশ্য সমূহ ঃ

❖ পারিবারিক স্বাস্থ্য সুরক্ষা
❖ স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ
❖ স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহারে উদ্বুদ্ধকরণ
❖ ডায়েরিয়া ও কলেরারমত প্রাণঘাতি রোগ প্রতিরোধ করা।

মৎস্য চাষ প্রকল্প ঋণ ঃ

নদী-নালা, খাল-বিল, হাওর-বাওরের দেশ বাংলাদেশ। এক সময় বাংলাদেশের নদী নালা, খাল বিল, হাওর বাওর ও পুকুরে প্রচুর মাছ পাওয়া যেত। কিন্তু অপরিকল্পিত ভাবে রাস্তাঘাট নির্মাণ, নদী শাসন, খাল বিল ভরাট করে বাড়ী ঘর তৈরী ও নগরায়নের ফলে মাছ বেড়ে উঠার প্রাকৃতিক উৎসগুলি আশংকাজনক ভাবে হ্রাস পাচ্ছে। ফলে মাছের উৎপাদন কমে যাচ্ছে কিন্তু চাহিদা বেড়ে যাচ্ছে অনেক। এখনও আমাদের দেশের মানুষের খাদ্য তালিকায় প্রোটিনের সর্বোচ্চ যোগান আসে মাছ থেকে। যদিও সরকারি বে-সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান মাছের উৎপাদন বাড়ানোর জন্য বিভিন্ন প্রকার পদক্ষেপ গ্রহণ করে সফলও হচ্ছে কিন্তু তা চাহিদার তুলনায় খুবই কম। এসব দিক বিবেচনা করে সেবা মৎস্য চাষ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে দলীয় সদস্যদের সচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি এ খাতে ঋণ দিয়ে থাকে। সেবা সংস্থা ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে মৎস চাষে উদ্বুদ্ধকরণ প্রশিক্ষণসহ মৎস খামার তৈরীতে ১৩১৩ জন সদস্যকে ৫,২৫,২৩,০০০/- টাকা ঋণ বিতরণ করেছে।

উদ্দেশ্য সমূহ ঃ

❖ পরিত্যক্ত পুকুর, ডোবা, নালাসহ স্থানীয় সম্পদের ব্যবহার নিশ্চিতকরণ
❖ প্রাণীজ আমিষের চাহিদা পূরণ ও পুষ্টিমান বৃদ্ধি
❖ আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার সম্প্রসারণ
❖ মৎস্য চাষকে উৎসাহিত করণ
❖ ধানক্ষেতে মাছ চাষ করে কৃষকের আয়বৃদ্ধি
❖ কর্মসংস্থান সৃষ্টি
❖ আত্মনির্ভরশীলতা অর্জন।

এক নজরে ২০১৩-২০১৪ সালে বিভিন্ন খাতে ঋণ বিতরণ সংক্রান্ত তথ্য ঃ

ক্রমিক নং	বিতরণকৃত ঋণের খাত সমূহ	সংখ্যা (জন)	বিতরণকৃত টাকার পরিমাণ
১.	ক্ষুদ্র ব্যবসা	১৪৭৭৯	৩৪,০৮,৬৬,০০০/-
২.	তাঁত শিল্প	১৯৮৬	৭,৯৪,৪০,০০০/-
৩.	কৃষি	৬৭৯৯	১৭,২০,১৩,০০০/-
৪.	রিকসা/ভ্যান ক্রয়	১২৪৫	২,৩০,১০,০০০/-
৫.	গবাদী পশু পালন	২৪৭৯	৭,৪৩,৩৩,০০০/-
৬.	হাঁস-মুরগি পালন	২৫১৭	৩,৭৭,৫৩,০০০/-
৭.	গৃহায়ন	২২৭৯	১১,৩৯,৫০,০০০/-
৮.	স্যানিটেশন	২৭৬৮	৩,৩২,১৭,০০০/-
৯.	মৎস চাষ	১৩১৩	৫,২৫,২৩,০০০/-
১০.	নলকূপ	১৬০৬	১,৬০,৪৫,০০০/-
	মোট ঃ	৩৭৭৭১	৯৪,৩১,৫০,০০০/-

ঋণ বীমা কার্যক্রম ঃ

ঋণগ্রহীতার ভবিষ্যৎ ঝুঁকি মোকাবেলায় ঋণ বীমার গুরুত্ব অপরিসীম। ঋণ বীমা সদস্যদের দুঃসময়ে আশীর্বাদ হিসেবে আবির্ভূত হয়। কোন সদস্যর পরিবারের কর্মক্ষম ব্যক্তির মৃত্যুজনিত কারণে গ্রহণকৃত ঋণ যাতে পরিবারের বোঝা না হয়ে দাঁড়ায় সেদিকে লক্ষ্য রেখেই সেবা ঋণবীমা কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। ঋণের মেয়াদকালীন সময় পর্যন্ত বীমার মেয়াদ বলবৎ থাকে। প্রতিষ্ঠান কর্তৃক এ পর্যন্ত ঋণবীমা খাতে ৩৭০ জনকে ৫২,৯৪,০২১/= টাকা ঋণবীমা পরিশোধ করা হয়েছে। ঋণ বীমার উদ্দেশ্য নিম্নরূপ-

ঋণ বীমার উদ্দেশ্য ঃ

১. সদস্য অথবা প্রকৃত জামিনদাতার মৃত্যুজনীত কারণে ঋণের দায় হতে মুক্তি।

২. পরিবারে উপযুক্ত ব্যক্তি থাকলে তাকে সদস্য করে প্রয়োজন সাপেক্ষে পূণরায় ঋণ সহায়তা দেয়া।

আত্মবিশ্বাসী স্বরসতী রাণী

কঠিন বাস্তবতা থেকে স্বরসতী রাণীর অভিজ্ঞতা বর্ণনা ও মূল্যায়ন:- মানুষ যখন অভাবে পড়ে তখন তার নিকট থেকে একে একে সকলেই দূরে সরে যায়। যত আপনজনই থাকুক না কেন কেউ কোন খোঁজ খবর রাখে না। এটাই বাস্তব সত্য কথা, আমার জীবনে এই বাস্তবতাটাই আমি হারে হারে উপলব্ধি করেছি। আজ থেকে প্রায় ৬/৭ বছর পূর্বে আমি যখন অভাবের তাড়নায় আমার স্বামী সহ ৪ জন সন্তান নিয়ে ছটফট করছিলাম ঠিক তখনই সৃষ্টিকর্তার অসীম কৃপায় আমার সামনে হাজির হলো সেবা নামের একটি সংস্থা। এই সংস্থার মাঠকর্মী আমাকে সেবার সকল নিয়ম-কানুন খুলে বলে আমাকে সেবা সংস্থায় ভর্তি হওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানালো।

প্রথমে আমি অনেক দ্বিধা-দ্বন্দে থাকলেও সৃষ্টিকর্তার উপর ভরসা রেখে ভর্তি হলাম সেবা সংস্থায়। সদস্য নং ১০০৮, টঙ্গাইল জেলার সখিপুর উপজেলার দাঁড়িপাকা গ্রামে আমার বাড়ী। বর্তমানে স্বামী, ৩ পুত্র ও ১ কন্যা মোট ৬ জনের সংসার। আমি যখন স্বামী সন্তান নিয়ে খুবই অভাব অনটনের মধ্যে ছিলাম, আমার আশপাশের কোন লোকই সেই সময় কোন প্রকার আর্থিক সহযোগিতা করত না, ঠিক সেই সময় আজ থেকে প্রায় ৫ বছর আগে সেবা থেকে ১ম দফায় ৭ হাজার টাকা ঋণ নেই। ঋণ নিয়ে আমি আমার স্বামীকে একটি ভ্যানরিক্সা কিনে দেই।

ভ্যান চালিয়ে আমার স্বামী যা আয় করত তা থেকে সংসার চলেও কিস্তি দিতে কোন অসুবিধা হতো না। পরের বছর ২য় দফায় ১০ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে জমি বর্গা নেই। এভাবে ৩য় দফায় ১৫ হাজার, ৪র্থ দফায় ১৮ হাজার এবং বর্তমানে ৫ম দফায় ২০ হাজার টাকা ঋণ গ্রহণ করি। এখন আমি এবং আমার স্বামী কৃষি কাজ করি। বোরো ধান, আমন ধান ছাড়াও বেগুন, আলু, মিষ্টি কুমড়ার চাষ করে আমরা বেশ উন্নতি করেছি। আমার স্বামী আর ভ্যান চালায় না, আমার সাথে কৃষি কাজের পাশাপাশি বাঁশের কাজ করে। আমরা দুজনে মিলে তালাই, কুলা, ডালি, ঝাড়ু ইত্যাতি তৈরী করি। আমাদের বড় ছেলে ভ্যান চালিয়ে বর্তমানে ভাল টাকা আয় করছে। ২য় ছেলে বিপ্লব এবার উচ্চ মাধ্যমিকে পড়ে। সামনে তার টেস্ট পরীক্ষা। আমার মেয়ে ৩য় শ্রেণিতে পড়ে, ছোট ছেলে ১ম শ্রেণিতে ভর্তি হয়েছে। বর্তমানে আমাদের সংসারে আর কোন অভাব নেই। এবছর আমারা নিজেদের প্রয়োজন মিটিয়ে প্রায় ৭০ মন ধান বিক্রি করেছি।

সেবা'র কল্যাণে আমাদের সংসারের অভাব দূর হয়েছে। সমাজে আমাদের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে। সেবা সংস্থার গৃহায়ণ প্রকল্প থেকেও ৩৫ হাজার টাকা গৃহঋণ নিয়ে এর সাথে আমরা আরো কিছু টাকা যোগ করে সুন্দর একটি ঘর দিয়ে ইতিমধ্যে ঘরের ১৩ হাজার টাকার কিস্তি পরিশোধ করেছি। এক কথায় সেবা সংস্থা আমাদের সব কিছুই বদলে দিয়েছে। তাই সৃষ্টি কর্তার নিকট প্রাণভরে আশীর্বাদ করি যেন সেবা ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করে। আর সকলের নিকট আমার এই নিবেদন রইল আমার মত যারা দরিদ্র আছেন তারা সকলে সেবাতে সদস্য হয়ে ঋণ নিবেন এবং ঋণের সঠিক ব্যবহার করে সংসারের উন্নতি করে সামাজিক মর্যাদার অধিকারী হবেন। স্বরসতী আত্মবিশ্বাসের সাথে বলেন, কেউ যদি সততার সাথে কঠোর পরিশ্রম করে, তাহলে সে কখনো পিছিয়ে থাকতে পারে না।

স্বাস্থ্য উন্নয়ন কর্মসূচি

দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের সাধারণ মানুষ বিভিন্ন কারণে প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য সেবা প্রাপ্তি থেকে অনেকটাই বঞ্চিত। এদেশের ব্যাপক জনগোষ্ঠির জন্য প্রয়োজনের তুলনায় সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে স্বাস্থ্য সেবার সুযোগও অপ্রতুল। এ সমস্যাগুলো শহরের তুলনায় গ্রামাঞ্চলে ব্যাপক। সেবা সংস্থা এসব মৌলিক মানবিক সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে তা নিরসনের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। প্রতিষ্ঠানের সূচনা থেকেই অন্যান্য কার্যক্রমের পাশাপাশি স্বাস্থ্য ও পরিবেশ উন্নয়ন কর্মসূচি পরিচালিত হয়ে আসছে। প্রথম দিকে বিশেষজ্ঞ এবং অভিজ্ঞ ডাক্তার কর্তৃক সদস্য পরিবারের সকলেই বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা পেয়েছে। বর্তমানে সেবা স্বাস্থ্য প্রকল্পের কার্যক্রমের প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের আর্থিক সহযোগিতায় অনেকটা ভিন্নমাত্রা পেয়েছে এবং আরও গঠনমূলক পদক্ষেপের মধ্যদিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। লক্ষ্যিত জনগোষ্ঠির স্বাস্থ্য সুরক্ষায় সহায়তার জন্য মেডিক্যাল ক্যাম্পিং এর মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠির মাঝে অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ ডাক্তার কর্তৃক বিনামূল্যে চিকিৎসা দেয়ার পর ঔষধ বিতরণ সহ তাদেরকে বিভিন্ন বিষয়ে সচেতন করা হয়।

স্বাস্থ্য কর্মসূচির উদ্দেশ্য ঃ

- স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধি
- গর্ভবতী, প্রসূতি ও শিশুমৃত্যু রোধ করে নিরাপদ মাতৃত্ব নিশ্চিতকরণে সহায়তা করা
- পারিবারিক স্বাস্থ্য সুরক্ষায় সচেতনতা বৃদ্ধি
- ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য সুরক্ষায় সচেতনতা বৃদ্ধি
- মা ও শিশু স্বাস্থ্যের উন্নয়ন
- সুচিকিৎসা দিয়ে রোগমুক্তি।

স্বাস্থ্য বিষয়ক সেমিনার ও বিনামূল্যে মেডিকেল ক্যাম্পিং কর্মসূচি ঃ

সোসিও ইকোনমিক ব্যাকিং এসোসিয়েশন (সেবা) ১৯৯৮ সাল থেকে দারিদ্রমূক্ত সুখি ও সমৃদ্ধশালী সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। সেবা'র মূল কাজই হচ্ছে সমাজ থেকে দারিদ্রতার প্রভাব কমিয়ে আনার পাশাপাশি ছিন্নমূল মানুষের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করা। বর্তমানে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন ও সেবা'র যৌথ অর্থায়নে "স্বাস্থ্য সেবা প্রকল্প"-এর মাধ্যমে বিভিন্ন কর্ম এলাকায় তৃণমূল পর্যায়ে স্বাস্থ্য সচেতনতা বিষয়ক সেমিনার ও মেডিকেল ক্যাম্পিং পরিচালনা করা হচ্ছে। সেমিনারে অংশগ্রহণকারীদের স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা, স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা ব্যবহার, পরিবার পরিকল্পনা, টিকাদান পদ্ধতি, ডায়রিয়া, যক্ষা, এইডস্, গর্ভবতী মায়ের যত্ন, মা ও শিশু স্বাস্থ্য পরিচর্যা, কন্যা শিশুর প্রতি কোনো প্রকার অবহেলা না করা ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে সচেতন করা হয়ে থাকে। এই প্রকল্পের আওতায় "সেবা" এ পর্যন্ত মোট ২৮টি স্বাস্থ্য সচেতনতামূলক সেমিনারের মাধ্যমে ৩০০৫ জন নারী-পুরুষকে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছে। পাশাপাশি ৪৪টি মেডিকেল ক্যাম্পিং এর মাধ্যমে ৫১০৯ জন নারী-পুরুষ ও শিশুকে চিকিৎসা সেবা ও বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ করেছে।

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের পরিবীক্ষণ উপদেষ্টা সেবা কর্তৃক বাস্তবায়িত "স্বাস্থ্য সেবা প্রকল্প" শীর্ষক কর্মসূচি সরেজমিনে পরিবীক্ষণ করেন এবং উপকারভোগীদের সাথে সরাসরি মত বিনিময় করে প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন করে সন্তোষ প্রকাশ করেন। গ্রাম পর্যায়ে এধরণের স্বাস্থ্য সেবা কর্মসূচি পেয়ে উপকারভোগীরা খুবই উপকৃত হয়েছেন বলে মতামত ব্যক্ত করেন। সেবা'র কর্মীগণও স্বাস্থ্য সচেতনতামূলক সেমিনার এবং মেডিক্যাল ক্যাম্পিং এর পরবর্তী ইমপ্যাক্ট নিয়মিত মনিটরিং করেন এবং মূল্যায়ন করে থাকেন। ফলে প্রকল্পের আওতাধীন এলাকাগুলোতে স্বাস্থ্য সচেতনতা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। সেবার নিজস্ব ডাক্তার তার সিডিউল অনুযায়ী শাখা অফিসে উপস্থিত হয়ে প্রতিনিয়ত রোগীদের চিকিৎসা সেবা দিয়ে থাকেন।

মাদার এন্ড চাইল্ড হেলথ্ কেয়ার প্রজেক্ট ঃ

শহর অঞ্চলের তুলনায় দেশের গ্রামাঞ্চলে তথা প্রত্যন্ত অঞ্চলে অতিশয় দরিদ্র ও দুঃস্থ্য জনগোষ্ঠির চিকিৎসা ব্যবস্থা অপ্রতুল। অজ্ঞতা, সুসংস্কার ও প্রচলিত বিশ্বাস এবং সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের পর্যাপ্ত চিকিৎসা সুবিধা না থাকার কারণে অধিকাংশই হাতুরে ও অবৈজ্ঞানিক চিকিৎসা ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল। বিশেষ করে গর্ভবতী মহিলা, প্রসব-পূর্ব ও প্রসব-পরবর্তী করণীয় এবং জন্ম বিরতিকরণ ও জন্ম নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে সচেতনতার অভাবে আমাদের দেশের মা ও শিশু স্বাস্থ্য অত্যন্ত ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। বর্তমানে দাতা সংস্থা সার্স পয়েন্ট-নিউ ইয়র্ক এর আর্থিক সহায়তায় মাদার এন্ড চাইল্ড হেলথ্ কেয়ার প্রজেক্ট এর কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে।

স্বাস্থ্য কর্মসূচির অর্জন সমূহ ঃ

১. স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে
২. ব্যক্তিগত ও পারিবারিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা বেড়েছে
৩. গর্ভবতী মায়ের নিরাপত্তার জন্য নিয়মিত স্বাস্থ্য কেন্দ্রে যাচ্ছে
৪. শিশুদের নিয়মিত টিকা দিচ্ছে।

প্রতিবন্ধী সণাক্তকরণ কর্মসূচি ঃ

দেশের প্রতিবন্ধী সণাক্তকরণের উদ্দেশ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক দেশব্যাপী প্রতিবন্ধী সণাক্তকরণ এবং ক্যাম্পিং এর আয়োজন করেছে। উক্ত কর্মসূচির আওতায় সেবা সংস্থা টাঙ্গাইল জেলাধীন টাঙ্গাইল সদর উপজেলার ১৬, ১৭ এবং ১৮ নং ওয়ার্ড-এ বসবাসরত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে এবং বাসাইল উপজেলার বাসাইল পৌরসভার ও ফুলকি ইউনিয়নের সকল প্রতিবন্ধীকে নির্দিষ্ট তারিখে বিশেষজ্ঞ ডাক্তার ও কনসালটেন্ট দ্বারা পরীক্ষা-নীরিক্ষা করার উদ্দেশ্যে নির্দিষ্টস্থানে হাজির করার দায়িত্ব পালন করেছে।

পরিবেশ উন্নয়ন কর্মসূচি

বিশ্বব্যাপী জলবায়ু পরিবর্তন একটি মারাত্মক ও বিপদজনক সংকেত। দরিদ্র জনগোষ্ঠির দেশ বাংলাদেশের ওপর এর প্রভাব পড়ছে বহুলাংশে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে প্রকৃতি তার স্বাভাবিক আচরণ করতে ব্যর্থ হচ্ছে। বিশ্বের কোথাও না কোথাও প্রাকৃতিক দুর্যোগ লেগেই থাকে। প্রকৃতির এই খামখেয়ালিপনা থেকে কেউ আজ নিরাপদ নয়। আর এর মূল কারণ হলো উন্নত বিশ্বের আগ্রাসনমূলক শিল্পায়ন নীতি। আর এর ক্ষতিকর প্রভাব পড়েছে তৃতীয় বিশ্বের দরিদ্র জনগণের উপর সবচেয়ে বেশি। যদিও বর্তমান সময়ে এর বিরুদ্ধে অনেকেই কথা বলছেন কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না। ইতিমধ্যেই অনেক দেশ নিয়মিত প্রাকৃতিক দুর্যোগের কবলে পতিত হচ্ছে। এর মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। সেবা বিশ্বাস করে, দারিদ্র বিমোচন করতে হলে, শুধুমাত্র ক্ষুদ্রঋণই যথেষ্ট নয়, পরিবেশের ক্ষতিকর প্রভাব থেকেও দরিদ্র জনগোষ্ঠিকে রক্ষা করতে হবে। এরই ধারাবাহিকতায় সেবা তার কর্মএলাকাগুলোতে পরিবেশ উন্নয়ন কর্মসূচি পরিচালনা করে থাকে। পরিবেশ উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় যে সব বিষয়ে সদস্যদের সচেতন করা হয় তা হলো- বৃক্ষ রোপন, রাস্তার পাশে বনায়ন, সামাজিক বনায়ন, জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধ, বন্যা, খরা, ঘূর্নিঝড় সহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক দূর্যোগ মোকাবেলা, কৃষি উৎপাদনে রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবহার হ্রাস ইত্যাদি।

পরিবেশ উন্নয়ন কর্মসূচির উদ্দেশ্য ঃ

❒ পরিবেশ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি
❒ প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রবনতা হ্রাস
❒ পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা
❒ বৃক্ষরোপণে উদ্বুদ্ধকরণ
❒ সামাজিক বনায়নের জন্য আন্দোলন সৃষ্টি।

সামাজিক বনায়ন কর্মসূচিঃ

পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় সেবা প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই কাজ করে যাচ্ছে। সেই লক্ষ্যে বনায়ন কর্মসূচির আওতায় সদস্যদের আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। যাতে করে দলীয় সদস্যরা পরিবেশ সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা লাভ করতে পারে এবং পরিবেশ রক্ষায় সামাজিক বনায়ন সৃষ্টি করে। বর্তমানে সামাজিক বনায়ন কার্যক্রমে সদস্যদের উদ্বুদ্ধকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে স্ব-স্ব বাড়ীর আঙ্গিনাতে বৃক্ষ রোপণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

বৃক্ষ রোপণ ঃ

বৃক্ষ মানুষের পরম বন্ধু, পৃথিবীতে যা কিছু আছে তার মধ্যে গাছের মত এমন উপকারী বন্ধু মানুষের আর নেই, কারণ মানুষের বেঁচে থাকার জন্য যা কিছু প্রয়োজন তার অনেক কিছুই আমরা গাছ থেকে পেয়ে থাকি। খাদ্য, অক্সিজেন, আশ্রয়, স্বাস্থ্য সকল ক্ষেত্রে বৃক্ষের উপযোগীতা অপরিসীম। "একটি গাছ কাটলে ৫টি গাছ লাগাবো" এই শ্লোগানকে সামনে রেখে সেবা এই কর্মসূচিকে বাস্তবায়ন করে থাকে। সদস্যদের সাপ্তাহিক মিটিং-এ এসকল বিষয়ে আলোচনা সভা ও পরামর্শ সভা করা হয়। প্রতি বছর জুলাই-আগষ্ট মাসে এই কর্মসূচির উপর বিশেষ নজর দেয়া হয়। এছাড়াও প্রতিটি সদস্য বছরে কমপক্ষে ২টি ফলজ, ২টি বনজ ও ২টি ঔষধি গাছ যেন রোপণ করে সেজন্য বিশেষভাবে সমিতির সভায় সদস্যদের উৎসাহিত করা হয়। সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখে সেবা তার সদস্যদের বিভিন্ন পরামর্শ দিয়ে আসছে। সেবা সংস্থার নিবেদিত প্রাণ কর্মীগণ এ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিতে কাজ করে যাচ্ছে। ফলে সদস্যদের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে এখন তারা নিজেরাই স্ব-উদ্দ্যোগে অন্তত ২টি করে বৃক্ষ রোপণ করছেন।

রাস্তার পাশে বনায়ন ঃ

বাংলাদেশে পতিত জমির পরিমাণ অতি সামান্য আবার বনাঞ্চল সম্প্রসারণের জন্য আবাদী জমি উৎসর্গ করা কল্পনাতীত। কাজেই বনাঞ্চল সম্প্রসারণের সুযোগ নেই বললেই চলে। কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে বনজ সম্পদের চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশে বৃক্ষজাতীয় পণ্যের চাহিদার ৭০% থেকে ৯০% গ্রামাঞ্চলে উৎপাদিত গাছ থেকে মেটানো হয়। এ বাস্তবতার আলোকে সেবা নিজ উদ্যোগে ১৯৯৮ সাল থেকে রাস্তার পাশে বনায়ন কর্মসূচিতে উদ্বুদ্ধকরণের কাজ হাতে নেয়। এই কর্মসূচির মাধ্যমে সমিতির সদস্যদের স্ব-উদ্যোগে রাস্তার পাশে বনায়ন করতে উৎসাহিত করা হয়।

বৃক্ষপ্রেমী এক মানুষের গল্প

"বৃক্ষ মোদের আহার যোগায়, অক্সিজেন দেয় জীবন বাঁচায়"

এরকম অনেক উপকারের উদাহরণ দেয়া যাবে বৃক্ষের ক্ষেত্রে। বৃক্ষপ্রেমী এক মানুষ জীবন সংগামে গাছকে কেন বেছে নিয়েছিলেন সেই বাস্তব কাহিনী ঃ

বিগত ০৩/০৮/২০০৬ ইং সালে সেবা সংস্থার সদস্যপদ গ্রহণ করেন চৈথট্ট গ্রামের আনোয়ারা বেগম, স্বামীর নাম নুর মোহাম্মদ স্বামীর নিজস্ব জমি বলতে ছিলো ১৫ শতাংশ জায়গা, যেখানে ছিল একটি মাত্র টিনের ঘর। ১ম দফায় সেবা সংস্থার পাকুটিয়া শাখা হতে ৫ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে বাড়ীর আঙ্গিনায় নার্সারী করেন। সেই থেকে শুরু। নার্সারী করে প্রথম বৎসরই বেশ লাভবান হন। পর্যায়ক্রমে দফায় দফায় ঋণ নিয়ে নার্সারীর প্রসার ঘটাতে থাকেন অন্যের জমি লিজ নিয়ে। এরপর এমন কোন জমি তিনি খুঁজতে থাকেন যেখানে একসাথেই তিনি সকল গাছের চারা লাগাতে পারেন। আজ অব্দি যা তিনি পাননি। যে কারেণ তার নার্সারী এবং বাগানগুলো রয়েছে ছড়িয়ে ছিটিয়ে।

নার্সারী করতে গিয়ে তিনি প্রশিকা এবং বনবিভাগ হতে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান কাজে লাগিয়ে তিনি নার্সারীর পাশাপাশি বাগান করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। বর্তমানে জমি লিজ নিয়ে তিনি আম ও লেবু বাগান করেছেন। যেখানে আমগাছ প্রায় ৪৫০০টি এবং লেবু গাছ প্রায় ৪৫০০টি। বিভিন্ন জায়গা মিলিয়ে তার নার্সারী রয়েছে ৪টি, বাগান ১টি এবং পুকুর ১টি। ২০ শতক জায়গায় পেয়ারা, ১০ শতাংকে ইউক্যালিপটাস, ১ একর জায়গায় আম, ৬০ শতাংশ জায়গায় আকাশমনি। আরও ৬ একর জমিতে আম ও লেবুর বাগান। ৩০ শতাংশ জায়গায় পুকুর। বাগানে আম-লেবু মিলিয়ে প্রায় ৯০০০ গাছে ফল ধরেছে। আমের কলম ৫০০০, চারা ৩০০০। আনোয়ারা বেগমের স্বামী ওয়াল্টন ১০০সিসি মোটর সাইকেল ক্রয় করেছেন আয় থেকে, টিনের ঘর নেই এখন হয়েছে টিনসেড বিল্ডিং। পুকুরে চাষ করছেন রুই, সরপুটি। এ পর্যন্ত ১০ দফায় তিনি মোট ৩৭০০০০ টাকা ঋণ গ্রহণ করেছেন সেবা সংস্থা থেকে। যার পুরোটাই নার্সারী এবং বাগানের উন্নয়নে ব্যয় করেছেন। ২ ছেলে ২ মেয়ের সংসার। বড় ছেলে আনোয়ার মালদ্বীপ প্রবাসী ছিল। মেয়ে নুরজাহান এইচএসসি-তে পড়ে, ছেলে আসাদুজ্জামান দশম শ্রেণি এবং ছোট মেয়ে প্রাইমারী স্কুলে ক্লাস ওয়ান-এ পড়ছে। মালদ্বীপ প্রবাসী ছেলেকে দেশে ফিরিয়ে এনেছেন নার্সারীর উন্নয়নে কাজে লাগাবেন এই প্রত্যাশায়।

ভবিষ্যতে ছেলে-মেয়েদের ভাল মানুষ হিসেবে গড়ে তুলে মানুষের উপকারে কাজে লাগানোর স্বপ্ন দেখেন তিনি। ভেজালের যুগে তিনি বিশুদ্ধ ফল খাওয়াতে চান মানুষকে। বেশকিছু পুরস্কার জমেছে তার ঝুলিতে। কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ তিনি পেয়েছেন নার্সারী মালিক সমিতি কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য পদ। সরাসরি কথা বলার সময় লক্ষ্য করেছি, প্রতিটি মুহুর্তেই তিনি সেবা সংস্থার প্রতি কৃতজ্ঞতাসহ আরও বড় স্বপ্নের কথা প্রকাশ করেছেন। আমরা অপেক্ষায় রইলাম তার স্বপ্ন পূরণের দিনের জন্য।

কৃষি উন্নয়ন কর্মসূচি

কৃষি বাংলাদেশের একক বৃহৎ উৎপাদনকারী একটি খাত। এই খাত এদেশের অর্থনীতিতে খাদ্য নিরাপত্তা ও অতি দরিদ্রদের উন্নতিতে প্রধান নিয়ামকের ভূমিকা পালন করে। তাই জাতীয় উন্নয়ন ও অগ্রগতির ক্ষেত্রে কৃষি সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রাপ্ত একটি খাত। কিন্তু কৃষির প্রতি অবহেলা, সুষ্ঠু পরিকল্পনার অভাব, কৃষিক্ষেত্রে বিনিয়োগ কমানো, উর্বর কৃষি জমি কমে যাওয়া, পরিবেশ দুষণ, কীটনাশক ও রাসয়নিক সারের যথেচ্ছ ব্যবহার ইত্যাদি কারণে মাটির উর্বরাশক্তি কমে যাওয়ায় দিন দিন কৃষিজ উৎপাদন কমে যাচ্ছে। যার প্রভাব শুধু এদেশেই নয়, সারা পৃথিবীব্যাপী পরিলক্ষিত হচ্ছে। ফলে খাদ্য নিরাপত্তা এবং সামাজিক, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা হচ্ছে বিঘ্নিত।

দেশের জনগণের খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে অধিক খাদ্য উৎপাদনের কোন বিকল্প নেই। প্রযুক্তির উৎকর্ষতার এই যুগে বিদেশ থেকে খাদ্য আমদানি দেশের জন্য ইতিবাচক নয়। আধুনিক কৃষি উৎপাদন প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে পশ্চাৎপদতা থাকলে খাদ্য উৎপাদনকে বাধাগ্রস্থ্য করবে।

ভাল উৎপাদন গ্রামীণ কৃষি অর্থনীতিতে চাঞ্চল্য আনে এবং দেশের অর্থনীতিকে রাখে সচল। তাই দারিদ্র বিমোচনে ও খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনে কৃষির ভূমিকা অনস্বীকার্য। এলক্ষ্যে সেবা সংস্থা ১৯৯৮ সাল থেকে নিজ উদ্দ্যোগে কৃষি কাজে ব্যাপক হারে ঋণ বিতরণ করে আসছে। সেব-কৃষি উন্নয়নের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে ভূমির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত, উন্নত বীজ, সুষম সার ও সেচ প্রদান, সমন্বিত বালাইদমন ও জৈব সার প্রযুক্তির ব্যবহারে সচেতন করে অধিক উৎপাদন তথা খাদ্য নিরাপত্তা জোরদার করার প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে।

কৃষিতে সেবা'র অর্জন ঃ

সেবা ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে কৃষি কার্যক্রম সম্প্রসারণ, প্রয়োজনীয় কৃষি উপকরণ, প্রযুক্তি ও ক্ষুদ্রঋণ কৃষকের দোরগোঁড়ায় পৌছে দেয়ার লক্ষ্যে কৃষি উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে, যাতে আগামি দিনগুলোতে বর্ধিত জনসংখ্যার এই দেশে খাদ্য নিরাপত্তা জোরদার করা যায়। কৃষি খাতে ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে সেবা অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে। কৃষি ভিত্তিক সচেতনতা বৃদ্ধিতে সেবা সংস্থা বিভিন্ন জাতীয় দিবস- বিশেষ করে কৃষি দিবস, বিশ্ব খাদ্য দিসব উদযাপন এবং কৃষি মেলা ও বৃক্ষ মেলায় অংশগ্রহণ করে চলেছে।

গৃহায়ন কর্মসূচি

আমাদের ন্যূনতম মৌলিক চাহিদাগুলির মধ্যে অন্যতম একটি চাহিদা হলো বাসস্থান। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য মৌলিক চাহিদার মত বাসস্থানের চাহিদাও ক্রমবর্ধমান। এখনও আমাদের দেশের প্রায় ৮০ শতাংশ মানুষ গ্রামে বসবাস করে এবং এই বিশাল গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠির অধিকাংশেরই গৃহায়ন পরিস্থিতি অত্যন্ত নাজুক। দেশের অর্থনৈতিক দৈন্যতার কারণে সংখ্যাগরিষ্ঠ গ্রামীন দরিদ্র জনগোষ্ঠি যেখানে খাদ্যের সংস্থানে ব্যস্ত, সেখানে মজবুত, স্থায়ী, বিজ্ঞানসম্মত ও টেকসই গৃহ নির্মাণ তাদের কাছে স্বপ্ন মাত্র। এছাড়া প্রায় প্রতি বছরই বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে অবকাঠামোগুলো ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্থ হয়। ক্ষতিগ্রস্থ অবকাঠামো মেরামত অথবা পূণনির্মাণ একটি নিয়মিত বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নয়ন স্বভাবতই বাঁধাগ্রস্থ্য হচ্ছে। সেবা মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়ন করতে গিয়ে গ্রামীণ জনগোষ্ঠির গৃহায়ন পরিস্থিতির বিষয়টি গভীরভাবে উপলব্ধি করে। এরই ধারাবাহিকতায় অত্র সংস্থা ২০১২ সাল থেকে বাংলাদেশ ব্যাংকের সহযোগিতায় সেবা'র কর্ম এলাকায় আশ্রয়হীন, দরিদ্র ও অসহায় পরিবারগুলোর জন্য গৃহায়ন প্রকল্পের কাজ ভিন্ন মাত্রায় শুরু করেছে। একটি টেকসই গৃহ নির্মাণ করার লক্ষ্যকে সামনে রেখে যে সকল সদস্য'র মাথা গোঁজার ঠাঁই নেই অথবা মজবুত গৃহ নেই মূলতঃ তাদের জন্যই সেবা'র গৃহায়ন প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

একনজরে বাংলাদেশ ব্যাংকের গৃহায়ন কর্মসূচির তথ্য ঃ

ক্রঃ নং	জেলা	উপজেলা	কার্যক্রমের উপাদান	৩০ জুন'১৪ পর্যন্ত
১.	টাঙ্গাইল	সদর উপজেলা, কালিহাতী, বাসাইল, সখিপুর, ঘাটাইল উপজেলা।	ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা	১০০
			ঋণ বিতরণ (টাকা)	৩৮৯০০০০
			ঋণের স্থিতি (টাকা)	৩০৭৬৫৯৯
			ঋণ আদায়ের হার	১০০%

৫ বছরে পরিশোধযোগ্য এই ঘরগুলো আরসিসি পিলার, কাঠ ও টিন দিয়ে নির্মাণ করা হয়ে থাকে। সেবা কর্তৃক প্রদেয় গৃহায়ন সুবিধার বিষয়টি সংশ্লিষ্ট এলাকার নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি, গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, স্থানীয় প্রশাসনসহ সকল স্তরের জনগোষ্ঠির নিকট প্রশংসিত হয়েছে এবং অত্র সংস্থার অন্যান্য প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠির সাহায্য, সহযোগিতা অব্যাহত রয়েছে।

২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে গৃহায়ন কর্মসূচির পরিকল্পনা ঃ

ক্রঃ নং	জেলা	উপজেলা	কার্যক্রমের উপাদান	৩০ জুন'১৫ পর্যন্ত
১.	টাঙ্গাইল	কালিহাতী, ঘাটাইল, মধুপুর, দেলদুয়ার, নাগরপুর, বাসাইল।	ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা	৭৫
			ঋণ বিতরণ (টাকা)	৩৭,৫০,০০০/-

দুঃস্থ মহিলা উন্নয়ন (ভিজিডি) কর্মসূচি

দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে নারীর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই বিশাল জনগোষ্ঠীকে উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্ত করতে এবং তাদের কর্মদক্ষতাকে উৎপাদনমূখী কাজে জড়িত করতে না পারলে দেশের সার্বিক উন্নয়ন কোনক্রমেই সম্ভব নয়। এ বিবেচনায় নারী উন্নয়নে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতায় মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের মাধ্যমে বাস্তবায়িত বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচির মধ্যে গ্রামীণ দুঃস্থ্য মহিলা উন্নয়ন কর্মসূচি (ভিজিডি) অন্যতম। সেবা সংস্থা এই কর্মসূচির আওতায় মহিলাদের স্বাবলম্বী করে তুলতে খাদ্য নিরাপত্তাসহ সচেতনতামূলক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদানে সহায়তা করে আসছে।

কর্মসূচির উদ্দেশ্য ঃ

- বাংলাদেশের দরিদ্রপীড়িত এবং দুঃস্থ্য মহিলাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার ইতিবাচক উন্নয়ন করা।
- বিদ্যমান খাদ্য নিরাপত্তা, পুষ্টিহীনতা, অর্থনৈতিক নিরাপত্তাহীনতা এবং নিম্ন সামাজিক মর্যাদার অবস্থানকে সফলভাবে অতিক্রম করে চরম দারিদ্র স্তরের উপরের অবস্থানে টিকে থাকার সক্ষমতা অর্জনে সহায়তা করা।
- দীর্ঘমেয়াদী উদ্দেশ্য হলো To make `Positive change in livelihood of Ultra poor women with attention to protect further deterioration of living condition.'
- দুঃস্থ্য মহিলাদের ব্যবহারিক শিক্ষা এবং অন্যান্য মানব উন্নয়ন সম্পর্কিত দক্ষতা উন্নয়নের প্রশিক্ষণে সক্রিয় অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গীর ইতিবাচক উন্নয়ন এবং সক্ষমতা অর্জনে সহায়তা করা।
- গ্রামীণ দুঃস্থ্য পরিবারসমূহের দৈনন্দিন খাদ্য চাহিদা পূরণে সহায়তা করা।
- বিপননযোগ্য দক্ষতা বৃদ্ধিকল্পে প্রশিক্ষণের সুযোগ সৃষ্টি করা।
- সঞ্চয়ের মাধ্যমে বিনিয়োগের প্রারম্ভিক মূলধন সংগ্রহের জন্য উৎসাহিত করা এবং ঋণ প্রাপ্তিতে সুযোগ প্রদানের মাধ্যমে উপার্জনক্ষম করে গড়ে তোলা এবং চলমান উন্নয়ন কর্মসূচিগুলোতে অন্তর্ভূক্তকরণের জন্য যোগ্য করে গড়ে তোলা।

ভিজিডি কর্ম এলাকা ঃ

জেলার নাম	উপজেলার নাম	ইউনিয়ন সংখ্যা	উপকারভোগীর সংখ্যা
টাঙ্গাইল জেলা	বাসাইল উপজেলা	৬	১২১৫
	সখিপুর উপজেলা	৮	১৬৫৭
মোট ঃ ১	২	১৪	২৮৭২

উপকারভোগী ও তাদের সঞ্চয় সংক্রান্ত তথ্যঃ

উপজেলা	উপকারভোগীর সংখ্যা	মোট সঞ্চয়ের পরিমান
বাসাইল উপজেলা	১২১৫	৮,৫৭,২৭০/-
সখিপুর উপজেলা	১৬৫৭	১১,৬৪,১৭০/-
মোট ঃ	২৮৭২	২০,২১,৪৪০/-

ভিজিডি প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ঃ

এই কর্মসূচির আওতায় মহিলাদের স্বাবলম্বী করে তুলতে খাদ্য নিরাপত্তাসহ সচেতনতামূলক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে। সেবা সংস্থা ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে টাঙ্গাইল জেলার বাসাইল ও সখিপুর উপজেলায় ভিজিডি মহিলাদের যে সকল বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে তা নিম্নরূপ ঃ

ক্রমিক নং	প্রশিক্ষণের নাম	ব্যাচ	সংখ্যা (জন)	মন্তব্য
১.	ঝুঁকি মোকাবেলা ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ	৯৪	২৮৬৯	
২.	মা ও শিশু স্বাস্থ্য, খাদ্য ও পুষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষণ	৮৫	২৮৬৯	
৩.	নারী-পুরুষ সমতা ও নারীর ক্ষমতায়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ	৮৫	২৮৭২	

জীবন দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ ঃ

জীবন দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য হচ্ছে অতি দরিদ্র ও দরিদ্র মহিলাদের জীবন-জীবিকার মান উন্নয়ন করা। প্রশিক্ষণে যে সকল বিষয়বস্তু অর্ন্তভূক্ত রয়েছে তা নিম্নরূপ ঃ

- ❑ খাদ্য ও পুষ্টি
- ❑ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা
- ❑ এইচআইভি/এইডস
- ❑ স্বাস্থ্য ও পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা
- ❑ নারীর ক্ষমতায়ন

আয় বৃদ্ধিমূলক দক্ষতা প্রশিক্ষণ ঃ

আয় বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য হচ্ছে অতি দরিদ্র ও দরিদ্র মহিলাদের আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচির সাথে সম্পৃক্ত করে তাদের জীবন-জীবিকার মান উন্নয়ন ও আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলা। প্রশিক্ষণের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহ হচ্ছে ঃ

- ❊ হাঁস-মুরগি পালন
- ❊ বাড়ীর পাশে সবজি চাষ
- ❊ গাভী ও ছাগল পালন
- ❊ ক্ষুদ্র ব্যবসা ব্যবস্থাপনা।

অর্জন ঃ

- ❊ কর্ম এলাকার দুঃস্থ্য মহিলাগণ অর্থনৈতিক নিরাপত্তা পাচ্ছে।
- ❊ সঞ্চয়ী মনোভাব গড়ে উঠেছে এবং নিয়মিত সঞ্চয় করছে।
- ❊ পুষ্টিহীনতা থেকে রক্ষা পাচ্ছে।
- ❊ বিভিন্ন আইজিএ ভিত্তিক প্রশিক্ষণ পাওয়ার ফলে তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।
- ❊ জীবন দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ পাওয়ার ফলে তাদের স্বাস্থ্য সচেতনতা অনেকাংশে বেড়েছে।
- ❊ সর্বোপরি তারা স্বাবলম্বী হওয়ার স্বপ্ন দেখছে।

ভিজিডি প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিকল্পনা ঃ

ভিজিডি কর্মসূচির আওতায় মহিলাদের স্বাবলম্বী করে তুলতে সেবা সংস্থা ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে টাঙ্গাইল জেলার বাসাইল ও সখিপুর উপজেলায় ভিজিডি মহিলাদের জন্য যে সকল বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে তা নিম্নরূপ ঃ

ক্রমিক নং	প্রশিক্ষণের নাম	ব্যাচ	সংখ্যা (জন)	মন্তব্য
১.	গরু ও ছাগল পালন বিষয়ক প্রশিক্ষণ	৮৫	২৮৭২	
২.	বাড়ীর পাশে সবজি চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ	৮৯	২৮৭২	
৩.	হাঁস-মুরগি পালন/ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ	৮৫	২৮৭২	

জীবন দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণের অংশগ্রহণের ফলে দুঃস্থ্য মহিলারা তাদের পারিবারিক জীবন-জীবিকার মান উন্নয়ন ও আত্মনির্ভরশীলতা অর্জন করতে পারছে। আলোচনার সকল বিষয়ে যদি সঠিক ধারণা-গ্রহণ করতে পারে তবে পারিবারিক স্বাস্থ্য, শিক্ষা, আয়মূলক কাজ, খাদ্য ও পুষ্টি এবং নারীর ক্ষমতায়ন আরও বৃদ্ধি পাবে। নারীদের পারিবারিক ও সামাজিকভাবে মর্যাদা অক্ষুন্ন থাকবে।

গণসচেতনতামূলক কর্মসূচি

সেবা'র অন্যান্য কর্মসূচির ন্যায় গণসচেতনতামূলক কর্মসূচিও গুরুত্বপূর্ণ একটি কর্মসূচি। সেবা মনে করে মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য গণসচেতনতামূলক কর্মসূচির কোন বিকল্প নেই। সেই উপলব্ধি থেকেই সেবা কর্ম এলাকায় সদস্যদের সচেতন করার জন্য বিভিন্ন গণসচেতনতামূলক কর্মসূচির আয়োজন করে থাকে। সাপ্তাহিক সমিতির সভায় সংস্থার কর্মীগণ ঋণ কার্যক্রম পরিচালনার পাশাপাশি সদস্যদের প্রাথমিক স্বাস্থ্য বিষয়ক সচেতনতা, পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা, যৌতুক, তালাক, বাল্য বিবাহ, বহুবিবাহ, সামাজিক কু-সংস্কার, ধর্মীয় গোঁড়ামী, বৃক্ষরোপণ, পরিবার পরিকল্পনা, সামাজিক অধিকার, নারীর ক্ষমতায়নসহ বিভিন্ন বিষয়ের প্রতিরোধ ও প্রতিকার নিয়ে আলোচনা করে থাকেন। ফলে তাদের মধ্যে বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি পায় এবং তারা সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে উদ্বুদ্ধ হয়। এছাড়াও সেবা সংস্থা স্বাস্থ্য কর্মসূচির আওতায় বিভিন্ন সেমিনার ও ক্যাম্পিং এর মাধ্যমে সদস্যদের সচেতন করে থাকে। নিম্নে বিস্তারিত তথ্যাবলী উপস্থাপিত হল।

প্রাথমিক স্বাস্থ্য বিষয়ক সচেতনতা ঃ

পরিবেশ অপরিষ্কার থাকলে খাবার ও পানির মাধ্যমে রোগজীবাণু প্রবেশ করে। ব্যক্তিগত অপরিচ্ছন্নতা এবং অপরিস্কার পরিবেশ রোগের বিস্তার ঘটায়। ক্ষতিকারক রোগজীবাণুর আক্রমন হতে রক্ষা পেতে হলে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করা আবশ্যক। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার মাধ্যমে পানিবাহিত রোগ যেমন; ডায়রিয়া, আমাশয়, কৃমি, জন্ডিস টাইফয়েড রোগ প্রতিরোধ করা যায়। স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে পানি ব্যবহারের মাধ্যমে, খাবার গ্রহণে সাবধান হওয়ার মাধ্যমে, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা সঠিকভাবে ব্যবহারের মাধ্যমে, ব্যক্তিগত পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার মাধ্যমে এবং পারিপার্শ্বিক পরিবেশ পরিচ্ছন্নতার মাধ্যমে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন পরিবেশ নিশ্চিত করা যায়। সেবা বিভিন্ন উন্নয়নমূলক আলোচনায় এসব বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করে থাকে।

যৌতুক ঃ

বাংলাদেশের নারী নির্যাতনের প্রধান কারণ হচ্ছে যৌতুক প্রথা। সমীক্ষায় দেখা যায় প্রতিবছর দেশে যে পরিমান নারী নির্যাতনের শিকার হয় তার সিংহভাগই কোন না কোনভাবে এই যৌতুক প্রথার জন্য দায়ী। মানুষের অর্থ লালসা থেকেই যৌতুক প্রথার সৃষ্টি হয়েছে। পিতা-মাতা ভাল বরের আশায় কন্যা বিয়ে দেয়ার সময় টাকা পয়সা ফার্নিচার ইত্যাদি যৌতুক হিসেবে দিয়ে থাকেন। এভাবে যৌতুক প্রথা আমাদের সমাজের আনাচে কানাচে তথা ধনী দরিদ্র সবার মাঝে ঢুকে গিয়েছে। সমাজে নারী নির্যাতন, বিবাহ বিচ্ছেদ, অপমৃত্যু সহ বিভিন্ন অনৈতিক কাজ ও বিশৃংখলার মূলে রয়েছে এই যৌতুক প্রথা। সেবা যৌতুকের ক্ষতিকারক দিক নিয়ে সদস্যদের সচেতন করার প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছে।

বাল্য বিবাহ ঃ

বাংলাদেশে গ্রামাঞ্চলে বাল্য বিবাহের প্রচলন বেশী। দেশের আইন অনুযায়ী ১৮ বছরের কম বয়সের মেয়ে ও ২১ বছরের কম বয়সী ছেলের সাথে যখন বিয়ে হয় তখন তাকে বাল্য বিবাহ বলে। সেবা বাল্য বিবাহের বিরুদ্ধে কাজ করে আসছে। বাল্য বিবাহের অনেক ক্ষতিকারক দিক রয়েছে, যেমন- স্বামী-স্ত্রীর স্বাস্থ্য ভেঙ্গে যায়, সন্তান হলে মা ও শিশু উভয়ই অপুষ্টিতে ভোগে, রোগ বালাই লেগেই থাকে ফলে সংসারে দেখা দেয় বিশৃংখলা। বিশেষ করে দরিদ্র অশিক্ষিত পরিবারে এর প্রচলন সবচেয়ে বেশী। এর ক্ষতিকারক প্রভাব থেকে মুক্তি পেতে হলে গণসচেতনতামূলক কর্মসূচির বিকল্প নেই। সেবা বাল্য বিবাহ রোধ এবং এর কুফল সম্পর্কে বিভিন্ন আলোচনার মাধ্যমে সচেতন করে থাকে।

কর্মশালা, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, পরীবিক্ষণ মূল্যায়ন ও রিপোর্টিং

কর্মশালা ঃ

সেবা সংস্থা মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন ইস্যু ভিত্তিক কর্মশালার আয়োজন করে থাকে। উক্ত কর্মশালায় সমাজের পশ্চাৎপদতার কারণ চিহ্নিত করে তার উপর আলোচনা করা হয় যেমন; স্বাস্থ্য সচেতনতা, শিশুশ্রম নিরসনে সমাজের দায়িত্ব ও কর্তব্য পরিবেশ উন্নয়ন/সংরক্ষণ, নারীর ক্ষমতায়ন ইত্যাদি। এই সকল কর্মশালা ও সেমিনারে বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধি, বে-সরকারি সংস্থা সমূহের প্রতিনিধি, অভীষ্ট জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি, স্থানীয় প্রশাসন ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করে কর্মশালা ও সেমিনারকে প্রাণবন্ত ও ফলপ্রসূ করে তোলেন। এছাড়াও কর্মীদের উন্নয়নের জন্য মাঝে মাঝে অভিজ্ঞতা বিনিময় সভা, মত বিনিময় সভা ও সমিতির গুণগতমান উন্নয়ন ইত্যাদি বিষয়ে কর্মশালা করা হয়ে থাকে।

আউটডোর সেমিনার ও পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ঃ

সেবা প্রতি পাঁচ বছর অন্তর আউটডোর সেমিনারের মাধ্যমে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণয়ন করে থাকে। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় সংস্থার সাধারণ পরিষদ, কার্য-নির্বাহী পরিষদ, বোর্ড অব ডিরেক্টরস্ এর সদস্যবৃন্দ সহ সকল উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও শাখা পর্যায়ের ব্যবস্থাপকগণ উপস্থিত থাকেন। সংস্থার ভিশন, মিশন ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করার জন্য প্রতি পাঁচ বছর অন্তর আউটডোর সেমিনারের মাধ্যমে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা উপস্থাপন করে থাকে। এবছর সমুদ্র সৈকত কক্সবাজারের হোটেল সী-হিল এ আয়োজিত কর্মশালায় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রতিষ্ঠানের দূরদর্শীতার বহি:প্রকাশ। আগামি পাঁচ বছরে প্রতিষ্ঠানের সম্প্রসারণ প্রক্রিয়া, কর্মসূচি বাস্তবায়ন, ফান্ড সংগ্রহ ইত্যাদি বিষয়গুলোর উপর ভিত্তি করে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা করা হয়েছে। অতঃপর উক্ত পরিকল্পনাকে ৫ অর্থবছরে ভাগ করে প্রতি অর্থ বছরের জন্য একটি বাজেট প্রণয়ন করা হয়। এই বাজেট অনুসারেই সেবা'র সকল কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়ে থাকে।

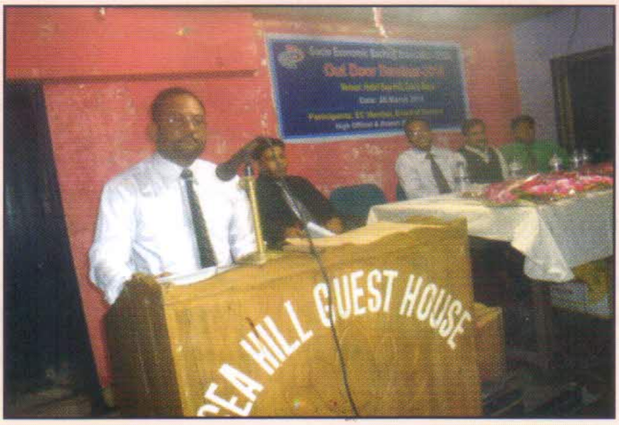

পরীবিক্ষণ, মূল্যায়ন ও রিপোর্টিং ঃ

বাৎসরিক বাজেট মোতাবেক সেবা'র সকল কর্মকান্ড একটি সমন্বিত পরীবিক্ষণ নেটওয়ার্কের আওতায় রয়েছে। একাউন্টস্ এন্ড অডিট বিভাগ, মনিটরিং সেলসহ, সিনিয়র ম্যানেজমেন্ট এই পরীবিক্ষণের দায়িত্ব পালন করছেন। বাৎসরিক বাজেটকে মাসিক ও সাপ্তাহিক ভিত্তিতে ভাগ করে প্রতি সপ্তাহে কাজের অগ্রগতির রিপোর্ট প্রধান কার্যালয়ে এসে থাকে এবং প্রধান কার্যালয়ের মাসিক সমন্বয় সভায় মাসিক লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি পর্যালোচনা করে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ঃ

সেবার মিশন ও ভিশনকে বাস্তবরূপ দেয়ার জন্য কিছু ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা রয়েছে। উন্নয়নকে টেকসই ও গতিশীল করতে হলে যে বিষয়গুলোর উপর বেশী নজর দেয়া হচ্ছে তা নিম্বরুপ ঃ

স্বাস্থ্য সচেতনতা, দুঃস্থ্য মহিলা উন্নয়ন, প্রতিবন্ধী উন্নয়ন, পরিবেশ সংরক্ষণ, সামগ্রিক কৃষি উন্নয়ন, গৃহহীনদের জন্য গৃহায়ন, ক্ষুদ্রঋণ, উদ্যোগী ঋণ, মৌসূমি ঋণ, বিশেষ করে কৃষির উন্নয়নসহ গণসচেতনতামূলক কর্মসূচি বহুমূখী কার্যক্রম পরিচালনা করার পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক মুক্তি, সামাজিক নিরাপত্তা, শিক্ষা, পুষ্টিমান, পরিবেশ উন্নয়ন ও স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতের মাধ্যমেই সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব। তাই সেবা লক্ষ্যিত জনগোষ্ঠীকে উন্নয়ন কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করে তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও দারিদ্র বিমোচনের ও সামাজিক উন্নয়নের উদ্দেশ্যে এই অবহেলিত জনগোষ্ঠীর মুখে হাসি ফোঁটানোর চেষ্টা অব্যহত রাখবে। এজন্য সেবা দাতা সংস্থা সহ সংগঠনের সকল স্তরের কর্মকর্তা, কর্মী এবং শুভানুধ্যায়ীদের সার্বিক সহযোগিতা সব সময় কামনা করে।

M A Quader Kabir & Co.
Chartered Accountants

Md. Riyz Ahmed Liton
Executive Director
Socio Economic Backing Association (SEBA)
Biswas Betka, Mymenshingh Road, Tangail.

Dear Sir,

AUDITED FINANCIAL STATEMENTS OF SOCIO ECONOMIC BACKING ASSOCIATION (SEBA) FOR THE YEAR ENDED JUNE 30, 2014.

Report on the Financial Statements

We have audited the accompanying financial statements of Socio Economic Backing Association (SEBA) which is comprised of the Statement of Financial Position as at June 30, 2014 and the Statement of Comprehensive Income, Statement of Receipts and Payments, Statement of Cash Flow and Statement of Changes in Equity for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Executive Committee's Responsibility for the Financial Statements

Executive Committee is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in accordance with Bangladesh Financial Reporting Standards, and for such internal control as Executive Committee determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express an independent opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Bangladesh Standards on Auditing. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of the accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by Executive Committee, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion:

In our opinion, the financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of Socio Economic Backing Association (SEBA) as at June 30, 2014 and its financial performance and its statement of cash flows for the year then ended in accordance with Bangladesh Financial Reporting Standards and other applicable laws and regulations.

We also report that:

(a) we have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit and made due verification thereof;
(b) In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Organization so far as it appeared from our examination of those books;
(c) The Organization's Statement of Financial Position, Statement of Comprehensive Income, Statement of Cash Flow and Statement of Changes in Equity dealt with by the report are in agreement with the books of account.

Date: August 24, 2014

M A Quader Kabir & Co. Dhaka

M A Quader Kabir & Co.
Chartered Accountants

Audit Report-2013-2014

SOCIO ECONOMIC BACKING ASSOCIATION (SEBA)
MICRO CRDIT PROGRAM (MCP)
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
AS AT JUNE 30, 2014

Particulars	Note	Amount (TK.) 30-Jun-14	Amount (TK.) 30-Jun-13
Property & Assets			
A. Fixed Assets :	6.00	**8,637,542**	**8,993,016**
B. Current Assets :		**559,602,402**	**389,297,615**
Loan to Beneficiaries	7.00	501,314,954	372,242,961
House Loan - Grihayan	8.00	3,076,599	1,145,541
Staff Loan	9.00	1,495,633	1,372,725
Motor Cycle Loan	10.00	682,375	738,585
House Loan	11.00	2,337,800	1,412,300
Sundry Accounts	12.00	384,435	384,435
Security office Rent	13.00	84,500	74,500
Bi-Cycle Loan	14.00	158,901	147,454
Advance Office Rent	15.00	498,000	451,700
Investment on Fixed deposit	16.00	49,569,205	11,327,414
Closing Balance :	17.00	**17,241,628**	**7,474,823**
Cash in hand		811	1,179
Cash at Bank		17,240,817	7,473,644
Total Assets : (A+B)		**585,481,573**	**405,765,454**
C. Current Liabilities :		**354,909,169**	**285,284,795**
Member Savings	18.00	277,240,073	218,403,158
Short term Loan	19.00	41,592,045	41,529,500
Loan Loss Provision	20.00	7,993,895	4,475,818
Provident fund	21.00	3,662,333	3,123,863
Staff life insurance fund	22.00	2,127,590	1,135,482
Staff Life Risk fund	23.00	995,631	-
Other Deposit	24.00	21,661	21,661
Members Loan Insurance fund	25.00	16,754,729	12,403,625
Staff Welfare Fund	26.00	583,175	530,816
Retirement Fund	27.00	53,978	65,547
Staff Earned Leave	28.00	561,234	422,577
Staff Security	29.00	1,952,200	2,033,200
Graduity	30.00	1,316,625	924,652
Sundry Accounts	31.00	54,000	11,330
Reserve Fund	32.00	-	203,566

M A Quader Kabir & Co. Dhaka

D. Long Term Liabilities		**127,658,596**	**38,370,590**
Bank Loan (Pubali Bank Ltd.)	33.00	-	1,371,766
Bank Loan (Sonali Bank Ltd.)	34.00	-	-
Bank Loan (NCC Bank Ltd.)	35.00	12,598,604	20,541,667
Bank Loan (Mutual Trust Bank Ltd.)	36.00	101,040,423	11,254,657
Bank Loan (Bangladesh bank)	37.00	3,458,333	2,590,000
Bank Loan (South East bank)	38.00	10,561,236	2,612,500
E. Cumulative Surplus	39.00	**102,913,807**	**82,110,069**
Total Liabilities & Net Worth (C+D+E)		**585,481,573**	**405,765,454**

Annexed notes from 1.00 to 39.00 form an integral part of the financial statements.

Executive Director

Chief Finance Director

Signed in terms of our separate report of even date annexed

Date: August 24, 2014

M A Quader Kabir & Co.
Chartered Accountants

M A Quader Kabir & Co. Dhaka

SOCIO ECONOMIC BACKING ASSOCIATION (SEBA)
MICRO CRDIT PROGRAM (MCP)
STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEAR ENDED JUNE 30, 2014

Particulars	Amount (TK.) 2013-2014	Amount (TK.) 2012-2013
A INCOME:	**115,002,216**	**90,082,944**
Service charge	109,591,836	86,144,835
Loan Application fee	569,155	551,600
Staff loan service charge	116,344	76,639
Hose loan service charge-Grihayon	96,038	27,816
Members Admission fee	583,600	667,500
Miscellaneous Income	141,998	101,705
Fine Received	232,096	282,597
Loan Card Sale	376,875	363,947
Pass Book sales	18,819	15,820
Account charge	337,898	423,737
Account charge (non-cash)	144,189	-
Savings withdrawn form sales	162,211	133,947
FDR Interest(Non-cash)	1,612,916	-
FDR Interest	297,277	663,090
Bank Interest	179,758	52,969
Interest On Motor Cycle Loan	14,973	3,675
Interest On Bi-Cycle Loan	10,968	6,353
House Rent	509,265	561,194
General Members Subscription	6,000	5,520
Total Income:	**115,002,216**	**90,082,944**
B EXPENSES:		
	27,446,813	**19,748,674**
Interest paid on savings (Cash)	1,868,816	2,263,738
Interest paid on savings (Non Cash)	8,785,775	6,252,142
Interest Paid On Provident Fund (Non Cash)	137,182	120,888
Interest paid on retirement Fund	-	34,613
FDR Charge (Non cash)	184,214	-
Loan Loss Provision (LLP)	3,705,812	796,543
Interest Paid on SLIF& LRF Fund	121,066	-
Interest Imposed on Bank Loan - (SEBL)	1,684,258	658,500
Interest Imposed on Bank Loan - (MTB)	2,451,702	2,300,685
Interest Imposed on Bank Loan - (NCC)	2,056,937	629,975
Bank Charge (With F.D.R)	263,801	350,575

M A Quader Kabir & Co. Dhaka

Interest Imposed on Bank Loan (Pubali)	109,714	333,572
Interest Imposed on Bank Loan (Sonali)	-	181,536
Gratuity	573,757	462,994
Interest paid on Short term Loan	4,517,562	4,811,269
Loss on Fixed Assets	-	-
Earned Leave	246,274	186,015
Provident Fund	739,943	365,629
OPERATING EXPENDITURE:	**66,955,231**	**58,961,358**
Staff Salary	49,050,742	42,607,818
House Rent Allowance	672,000	616,000
Bonus to Staff	4,026,519	3,473,276
Conveyance	243,056	303,266
Entertainment	805,449	683,838
Repairs	772,912	653,080
Electric Expenses	49,107	52,564
Printing	792,260	1,155,097
Stationery	299,573	296,335
Tele & Mobile Bill	514,798	480,822
Electric bill	399,538	398,211
Office Rent	2,677,500	2,411,889
Daily Allowance	324,638	324,300
Meeting Expenses	129,775	81,729
Donation	337,462	310,690
Determination Allowance	1,009,921	731,389
Miscellaneous Expenses	43,276	34,205
Fuel Cost	1,252,687	940,573
News paper	51,378	37,890
Depereciation	1,186,670	1,356,357
Remission of Service charge	282,996	179,444
Distervence Allowance	20,000	240,000
P.P. Expenses	10,000	25,000
Registration & Others Fee	499,067	327,973
Wages	26,430	5,513
Medical Campaign	7,758	23,577
Advertisement	10,000	10,000
Work-aid	167,484	305,623
Postage	41,455	41,340
Training Cost	65,921	134,156
Audit Fee	35,000	25,000
Cultural programme	59,910	52,850

M A Quader Kabir & Co. Dhaka

Crockerys	29,338	31,553
Annual Conference	526,930	150,000
Bank Charge-NCC	-	400,000
Honorarium to Committee	36,000	60,000
FDR Charge	43,777	-
Bank Interest (Grihayan. B Bank)	62,010	-
Casual Leave	41,894	-
Educational Tour	350,000	-
Sub Total:	**94,402,044**	**78,710,032**
Excess of income over expenditure	**20,600,172**	**11,372,912**
Total :	**115,002,216**	**90,082,944**

Annexed notes from 1.00 to 39.00 form an integral part of the financial statements.

Executive Director

Chief Finance Director

Signed in terms of our separate report of even date annexed

Date: August 24, 2014

M A Quader Kabir & Co.
Chartered Accountants

M A Quader Kabir & Co. * Dhaka *

M A Quader Kabir & Co.
Chartered Accountants

SOCIO ECONOMIC BACKING ASSOCIATION (SEBA)
MICRO CRDIT PROGRAM (MCP)
STATEMENT OF RECEIPTS & PAYMENTS
FOR THE YEAR ENDED JUNE 30, 2014

Particulars	Amount (TK.) 2013-2014	Amount (TK.) 2012-2013
A. Opening Balance	**7,474,823**	**1,572,918**
Cash in hand	1,179	1,227
Cash at Bank	7,473,644	1,571,691
B. Revenue Receipts	**113,245,112**	**89,274,715**
Service charge	109,591,836	86,144,835
House loan service charge-Grihayan	96,038	27,816
Staff Loan Service Charge	116,344	76,639
Loan Application Fee	569,155	551,600
Members Admission Fee	583,600	667,500
Fine Received	232,096	282,597
Pass Book sales	18,819	15,820
Loan Card Sale	376,875	363,945
General Members Subscription	6,000	5,520
Savings withdrawn form sales	162,211	133,947
Miscellaneous Income	141,998	101,705
Interest on Motor Cycle Loan	14,973	3,675
Interest on Bi-Cycle Loan	10,968	6,353
Bank Interest	179,759	52,969
FDR Interest	297,277	-
House Rent Received	509,265	561,194
Account charge	337,898	278,600
C. Other Receipts :	**1,260,381,985**	**908,541,976**
Loan Realisation (Principal)	811,514,856	638,206,404
House loan realisation (principal)-Grihayan	632,092	184,459
Staff Loan Realisation (Principal)	1,179,092	766,791
Savings Collection	195,207,274	153,104,321
DBS Head office	170,000	-
Provident Fund	2,017,857	1,419,384
Advanced Salary Received	-	38,000
Bi-Cycle Loan Installment	137,553	144,637
Short term Loan	67,641,045	59,225,000
Members Loan Insurance	6,980,170	5,644,150
3% Retirement Fund	-	494,919
Staff life insurance Fund	1,326,621	220,461
Staff Welfare Fund	133,847	104,830
Grant received from VGD (Donation)	946,810	-
Bank loan-Bangladesh bank-Grihayon	1,300,000	2,590,000
Bank Loan Received (South east Bank Ltd.)	20,000,000	10,000,000
Bank Loan Received (MTB Ltd.)	100,000,000	-
Bank Loan Received (NCC Bank Ltd.)	20,000,000	20,000,000

M A Quader Kabir & Co. Dhaka

	Fixed deposit Withdrawn Sonali Bank Ltd.	995,684	-
	Fixed deposit Withdrawn MTB Ltd.	5,090,300	-
	Fixed deposit Withdrawn Premier Bank Ltd.	1,000,000	-
	Fixed deposit Withdrawn South east bank Ltd.	5,100,926	5,014,583
	Fixed deposit Withdrawn NCC Bank Ltd.	-	1,112,197
	Fixed deposit Withdrawn Pubali Bank Ltd.	4,000,000	-
	FDR Withdrawn MTB Ltd.Tangail Bra.	1,000,000	-
	Sundry Accounts	11,813,948	7,450,545
	Advanced Office Rent Received	358,700	433,000
	Computer Sale	3,500	-
	House Loan Installment	574,500	488,200
	Motor Cycle Loan Installment	491,210	509,095
	Staff Security	766,000	1,391,000
D.	**Total Receipts (B+C) :**	**1,373,627,097**	**997,816,691**
	Grand Toral (A+D) :	**1,381,101,920**	**999,389,609**

E. Payments :

	1,289,866,914	**926,079,266**
Loan Disbursement	940,555,000	721,606,000
House Loan Disbursement-Grihayan	2,595,000	1,330,000
Staff Loan Disbursement	1,302,000	1,747,000
Savings Return	145,181,945	107,355,801
Gratuity Withdrawn	181,784	128,800
Provident Fund Withdrawn	1,616,569	780,368
Staff life insurance fund	395,046	34,765
Staff Life Risk Fund	64,902	-
Sundry Accounts	11,771,278	7,474,043
Staff Security Withdrawn	847,000	831,000
Reserve Fund Withdrawn(LLP)	187,735	201,200
Fixe Deposit NCC Bank Ltd.	10,000,000	4,000,000
F.D.R. Deposit Southeast Bank Ltd.	18,000,000	-
F.D.R. Deposit MTB Ltd.Dhanbari Branch	20,000,000	-
F.D.R. Deposit MTB Ltd.Tangail Branch	1,000,000	-
Fixed Deposit MTB Ltd.	-	7,000,000
F.D.R. Deposit PubaliBank Ltd.	4,000,000	-
F.D.R. Deposit Premier Bank Ltd.	1,000,000	-
Retirement Fund Withdrawn	11,569	225,156
Staff Welfare Fund Withdrawn	81,488	84,762
Bank Loan Installment (Pubali Bank Ltd.)	1,481,480	1,618,788
Bank Loan Installment (Sonali Bank Ltd.)	-	1,979,069
Bank Loan Installment (NCC Bank Ltd.)	30,000,000	2,873,355
Bank Loan Installment (MTB Ltd.)	12,665,936	8,586,120
Bank Loan Installment (South east bank Ltd.)	13,735,522	8,046,000
Bank Loan Installment (Grihayan. B Bank)	431,667	-
Member Loan Insurance Withdrawn	1,629,066	1,131,730
Garnt Transfer-Donation-VGD	946,810	-
Earned Leave Withdrawn	107,617	81,809

M A Quader Kabir & Co. Dhaka

	House Loan Disbursement	1,500,000	1,000,000
	Motor Cycle Loan	435,000	70,000
	Security Office Rent	10,000	-
	Advance Salary	-	38,000
	Advance Office Rent	405,000	491,000
	By -Cycle Loan	149,000	156,000
	Return to Short term loan	67,578,500	47,208,500
F.	**Revenue Expenditure**	**73,158,683**	**65,302,829**
	Staff Salary	49,050,742	42,607,818
	Conveyance	243,056	303,266
	Entertainment	805,449	683,838
	Repairs	772,912	653,080
	Electric Expenses	49,107	52,564
	Printing	792,260	1,155,097
	Stationery	299,573	296,335
	Daily Allowance	324,638	324,300
	Meeting Expenses	129,775	81,729
	Tele & Mobile bill	514,798	480,822
	Electric bill	399,538	398,211
	Office Rent	2,677,500	2,411,889
	Provident Fund	739,943	365,629
	Donation	337,462	310,690
	Determination Allowance	1,009,921	731,389
	Work-aid	167,484	305,623
	Miscellaneous Expenses	43,276	35,745
	Remission of Service charge	282,996	179,444
	Fuel Cost	1,252,687	940,573
	News paper	51,378	37,890
	Registration & others Fee	499,067	327,973
	Interest paid on Savings	1,868,816	2,263,738
	Wages	26,430	5,513
	Bank Charge (NCC Bank)	-	400,000
	Bank Interest (Sonali Bank Ltd.)	-	-
	Bank Interest (Grihayan. B Bank)	62,010	-
	Bank Interest (MTB Ltd.)	-	-
	Interest Paid on Sod Loan (NCC Bank Ltd.)		-
	FDR Charge	43,777	-
	Interest on Short term Loan	4,517,562	4,811,269
	Medical Campaign	7,758	23,577
	Bank charge (With F.D.R)	263,801	255,654
	Annual Conference	526,930	150,000
	Bonus to Staff	4,026,519	3,473,276
	Advertisement	10,000	10,000
	Destervance Allowance	20,000	240,000
	P.P Expenses	10,000	25,000
	Postage	41,455	41,338
	House Rent Allowance	672,000	616,000

	Training Cost	65,921	134,156
	Crockerys	29,338	31,553
	Audit fee	35,000	25,000
	Honorarium to Committee	36,000	60,000
	Cultural programme	59,910	52,850
	Casual Leave	41,894	-
	Educational Tour	350,000	-
G.	**Capital Expenditure**	**834,696**	**532,691**
	Purchases Furniture & Fixture	232,240	387,270
	Tele. & Mobile	103,750	16,570
	Electronics Goods	44,050	37,651
	Genarator Purchases	-	-
	Photocopier	90,000	-
	Air-Condition Purchases	226,056	-
	Tin-Shade Building	-	-
	Bi-cycle Purchase	8,400	-
	Projector Purchases	-	-
	Computer	130,200	91,200
	Internal Power Supply	-	-
H.	**Total Payments (E+F+G) :**	**1,363,860,292**	**991,914,786**
I.	**Closing Balance**	**17,241,628**	**7,474,823**
	Cash in Hand	811	1,179
	Cash at Bank	17,240,817	7,473,644
J.	**Total (H+I) :**	**1,381,101,920**	**999,389,609**

Annexed notes from 1.00 to 38.00 form an integral part of the financial statements.

Executive Director

Chief Finance Director

Signed in terms of our separate report of even date annexed.

Date: August 24, 2014

M A Quader Kabir & Co.
Chartered Accountants

উপসংহার

অভীষ্ট জনগোষ্ঠির আয় ও কর্মসংস্থানমূলক কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে সেবা'র ভিশন বাস্তবায়নের জন্য নিরন্তর প্রচেষ্টা অব্যহত রয়েছে। সময়ের সাথে সংগতি রেখে প্রতিষ্ঠানের কর্মকাঠামো পরিবর্তন ও পরিমার্জনের মধ্য দিয়ে সংস্থা এগিয়ে চলেছে। উন্নয়নকে টেকসই ও গতিশীল করার জন্য সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেবা বিশ্বাস করে, উন্নয়নকে টেকসই করতে হলে তৃণমূল পর্যায়ের মানুষদের ক্ষমতায়নের কোন বিকল্প নেই। সেই লক্ষ্যে "সেবা" অভীষ্ঠ জনগোষ্ঠিকে যথাসাধ্য সেবা প্রদানে বদ্ধ পরিকর। সেবা কর্তৃক যে সকল কর্মসূচি বাস্তবায়নের পরিকল্পনা হাতে নেয়া হয়েছে তা বাস্তবায়নে সংস্থার শুভানুধ্যায়ী, দেশী-বিদেশী দাতা সংস্থা সহ সকল স্তরের কর্মীবৃন্দ, সাধারণ ও নির্বাহী পরিষদের সকল সম্মানিত সদস্যদের আন্তরিক সহযোগিতা অপরিহার্য।

সোসিও ইকোনমিক ব্যাকিং এসোসিয়েশন (সেবা)
বিশ্বাস বেতকা, ময়মনসিংহ রোড, টাঙ্গাইল, বাংলাদেশ।
ফোন ঃ ০০৮৮-০৯২১-৫১৬০২, ৬২৯৮৮
ই-মেইল ঃ seba.tangail@yahoo.com
ওয়েব সাইট ঃ www.seba-bd.com